হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ৭৭৩৭/২০২৩

মোঃ নাজমুল হাসান

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

----প্রতিবাদী।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস. এম শাহজাহান সংগে
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রমজান খান

----আপীলকারী পক্ষে।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট এম. সাঈদ আহম্মেদ

----আপীলকারী পক্ষে।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ সংগে
এ্যাডভোকেট সঞ্জয় মন্ডল

----আদালতের বন্ধু।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্রপক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২০.০৫.২০২৪।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

অত্র ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমাটি প্রকৃত মোঃ নাজমুল হাসান এর পরিবর্তে অপর এক ব্যক্তি দায়ের করেছেন মর্মে বিশ্বস্ত সূত্রে অবহিত হলে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি অত্র আপীলটি রায়ের জন্য অপেক্ষমান আদালত হতে উত্তোলনপূর্বক বিগত ইংরেজী ২২.০২.২০২৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশে অত্র আদালতে প্রেরণ করেন।

বিগত ইংরেজী ২৪.০৪.২০২৪ তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বিগত ইংরেজী ২১.০৪.২০২৪ তারিখে সম্পাদিত একটি হলফনামা উপস্থাপন করলে শুনানী অন্তে অত্র আদালত ঐ দিনই আদেশ প্রদান করেন।

নিম্নে বিগত ইংরেজী ২৪.০৪.২০২৪ তারিখের আদেশ নিম্নে অবিকল

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অনুলিখন হলোঃ

" সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস. এম শাহজাহান সংগে

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ রমজান খান

----- আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

----- রাষ্ট্রপক্ষে।

সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ সংগে

এ্যাডভোকেট সঞ্জয় মন্ডল

----- আদালতের বন্ধু।

অত্র আপীলকারী মোঃ নাজমুল হাসান পিতা: আবুল হাসেম, মাতা: মৃত তছলিমা বেগম সাং ঠিকানা: বাড়ী নং ১-২, সড়ক- ২৫, সেক্টর- ৭, উত্তরা পশ্চিম ডিএমপি, ঢাকা বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.২০২৩ তারিখে আত্মসমর্পনের নিমিত্তে নিজে উপস্থিত না হয়ে তার পরিবর্তে অপর এক ব্যক্তিকে জনাব মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৮ম আদালত, ঢাকা এর আদালতে উপস্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি আপীলকারীর পক্ষে উক্ত তারিখে জেলে যান মর্মে তথ্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নজরে আসলে তিনি তৎক্ষনাৎ মাননীয় বিচারপতি জনাব আতাউর রহমান খান এর আদালতে রায়ের জন্য অপেক্ষমান অত্র আপীল মোকদ্দমাটি উক্ত আদালত হতে উত্তোলন করে বিগত ইংরেজী ২২.০২.২০২৪ তারিখের আদেশে অত্র আদালতে প্রেরণ করেন এবং অত্র আপীলটি নিষ্পত্তির পূর্বে অত্র আপীলকারীর বিরুদ্ধে উপরিল্লিখিত অভিযোগের বিষয় সঠিক কিনা নির্ধারণ করার জন্য মৌখিক ভাবে নির্দেশ প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে বিগত ইংরেজী ২৫.০২.২০২৪ তারিখে অত্র মোকদ্দমাটি অত্র আদালতের কার্য তালিকায় আসলে বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট এস.এম. শাহজাহান সময়ের আবেদন করলে মোকদ্দমাটি বিগত ইংরেজী ১০.০৩.২০২৪ তারিখে শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়। অত:পর বিগত ইংরেজী ১১.০৩.২০২৪ তারিখ অত্র মোকদ্দমাটি কার্য তালিকায় আসলে বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট এস.এম শাহজাহান পুনরায় সময়ের প্রার্থনা করলে অত্র মোকদ্দমাটি বিগত ইংরেজী ২১.০৪.২০২৪ তারিখে শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়। অত:পর বিগত ইংরেজী ২২.৪.২০২৪ তারিখে অত্র মোকদ্দমাটি কার্য তালিকায় আসলে বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট এস.এম.শাহজাহান সর্বশেষ বারের মত সময়ের প্রার্থনা করেন। অদ্য মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হলে শুনানীর শুরুতে বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট মনজিল মোরসেদ বিগত ইংরেজী ২১.০৪.২৪ তারিখে সম্পাদিত হলফনামা অত্র আদালতে সম্মুখে উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, অত্র আপীলকারী মোঃ নাজমুল হাসান বিগত ইংরেজী ০৮.০৯.২০২৩ তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৮ম আদালত, ঢাকায় আত্মসমর্পনের নিমিত্তে নিজে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

উপস্থিত না হয়ে তার পরিবর্তে অপর এক ব্যক্তিকে উপস্থাপন করেন এবং ঐদিনই জামিন প্রত্যাখান হলে তার পরিবর্তে উক্ত ব্যক্তি জেলে প্রবেশ করেন। এটি আদালতের সাথে অত্র আপীলকারীর জঘণ্য প্রতারণা। বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট মনজিল মোরসেদ পরিশেষে নিবেদন করেন যে, অত্র বিষয়টি তদন্তপূর্বক আপীলকারীসহ দায়ী অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হলে এমনতর কর্মকান্ড ভবিষ্যতে অন্য কেহ করার সাহস পাবেনা। অপরদিকে, বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণী জেনারেল মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ এবং আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস.এম.শাহজাহান উভয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট মনজিল মোরসেদ এর প্রার্থনার সাথে একমত পোষণ করে এতদবিষয়ে তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ সিনিয়র এডভোকেট মনজিল মোরসেদ কর্তৃক সম্পাদিত হলফনামাটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

DISTRICT: DHAKA

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NO. 7737 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Md. Nazmul Hasan

...Convict-Appellant.

-V E R S U S-

The State

..... Respondent.

AN AFFIDAVIT OF FACTS ON BEHALF OF ADVOCATE MANZILL MURSHID:

I, Manzill Murshid son of Late Jabed Ali and Lal Banu of 36, Mirpur Road, New Market, Dhaka-1205, Bangladesh, Aged-65 by faith Muslim, by occupation Lawyer, by nationality Bangladeshi by birth, National ID No: 415 913 2820 do hereby solemnly affirm and say as follows:

1. *That the instant deponent is a Senior Advocate of this Hon'ble Court and performing the function of the president of 'Human Rights and Peace for Bangladesh' (HRPB). He*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		has been working to establish rule of law in the country since long and working on public issues regarding environment and fundamental rights of citizens etc. The deponent is also working and filing public interest cases under an organization namely 'Human Rights and Peace for Bangladesh' (HRPB) and in the meantime more that 300 Public Interest Litigation cases have been filed and obtained judgement/direction by which thousands of people have been benefitted. 2. *That it is stated that a report titling "মাদক মামলায় যুবলীগ নেতার আয়নাবাজি" was published in the Daily Kalbela on 15.02.2024. The said report shows that in August 2020, the Department of Narcotics Control raided Uttara in the capital. Drug dealer Anwar was arrested while smuggling in a car. On the basis of his information, the raid team raided the house of road no. 25 of sector 7 of Uttara and recovered a large amount of Phensedyl and cannabis. Sensing the presence of law enforcers, another drug trader Nazmul Hasan fled. A case was filed with Uttara West police station in this connection whose number 04(08)2020. This case number was renumbered as Metro Sessions No. 7461/2021. The learned court below sentenced the two accused to suffer seven years in jail in Metro Sessions case No. 7461/2021. Anwar was in jail from the beginning, police could not find Nazmul. The report reveals that the accused Nazmul did not go to jail even for a single day even though he was convicted in a drug case. Another person namely Mirajul Islam was in jail instead of accused Nazmul. For this, the agreement was made within the parties to pay cars and houses and large sum of money. The report further shows that on August 9, 2023, Mirazul Islam of Gazipur surrendered to the court identifying himself as Nazmul. The court sent him to jail rejecting the bail petition. As a result, Mirazul went*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		to Dhaka central jail instead of Nazmul. After 11 days in jail, he came out on bail on August 20 of that year. The report also shows that Nazmul's father 's name and address are correct in the volume of Dhaka central jail, but the appearance does not match. According to the NID data Nazmul is 34 years old and Mirazul is only 23 years old. According to the Dhaka central jail Nazmul's height 5 feet 5 inches, his complexion is black. There is mole on the left side of his neck and a cut mark on the surface of his right hand, in addition there is a mole on the left side of stomach. But there is none of this in the real Nazmul's body. These signs are all Mirazul. The picture on the volume is also Mirazul's. However, the name Nazmul is written on the picture. Having read the said news report published in the daily Kalbela dated 15.02.2024 the deponent became shocked and understood that by way of false personation the dignity and authority of the court has been undermined. Due to this reason the deponent became interested and brought the news report on the alleged incident to draw attention to a Single Bench of the High Court Division of Mr. Justice Md. Ataur Rahman Khan. The Hon'ble Court deferred the delivery of judgment till 25.02.2024. *Copy of the news report published in Daily Kalbela dated 15.02.2024 is annexed herewith and marked as ANNEXURE- 1.* *3. That it is stated here that a similar report on the same incident under heading "আয়নাবাজি'র বার্তা ভয়ংকর" was published in Daily Samakal on 19.02.2024. The said report shows that a person named Mirazul has served the sentence instead of Nazmul Hasan. The report also shows that a court sentenced two accused including Nazmul for seven-year imprisonment. In 2023, a person namely Mirazul Islam of Gazipur surrendered to the court with the*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		identity of Nazmul and went to jail by the order of the Court. After spending 11 days in jail, he was released on bail on 20th August of that year. That it is further stated that on the same incident an another similar report captioning "তুরাগের ত্রাস যুবলীগ নেতা নাজমুল" was published in Daily Jugantor on 20.02.2024. *Copies of the news report published in Daily Samakal dated 19.02.2024 and the news report published in Daily Jugantor dated 20.02.2024 are annexed herewith and marked as ANNEXURE- 2 and ANNEXURE-3.* *4. That it is stated here that on the aforesaid incident Jamuna TV telecast a report namely Investigation 360° titling "নাজমুলের ক্লোন কপি।" A copy has been obtained by the deponent from the Jamuna Tv office.* *Copy of the transcript of the said telecasted report dated 15.02.2024 of Jamuna TV is annexed herewith and marked as ANNEXURE- 4.* *5. That it is stated here that while the present criminal appeal was pending before the Court of Mr. Justice Ataur Rahman Khan, during that time a learned lawyer of the Dhaka Court has filed an application before the Hon'ble Chief Justice for necessary steps about the case. Thereafter the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh has passed an order transferring the case before Your Lordship and came in the list for hearing on 25.02.2024. On that date the deponent made submission before your Lordship stating the facts. Then Your Lordship asked the deponent to file an affidavit of facts and fixed the next date on 10.03.2024.* *6. That it is submitted here that under the facts and circumstances stated above Mirazul has committed an*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

offence punishable under section 419 of the Panel Code, 1860. The section 419 of the Panel Code, 1860 states that "419. Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both". Section 416 of the Panel Code, 1860 describes 'Cheating by personation' which run as "416. A person is said to "cheat by personation" if he cheats by pretending to be some other person, or by knowingly substituting one person for another, or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is. It is further submitted that under the facts and circumstances Md. Nazmul Hasan committed an offence of abatement under section 109 of the Panel Code, 1860. Section 109 provides that "109. Whoever abets any offence shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of such abetment, be punished with the punishment provided for the offence. Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment." Hence Your Lordship may pass an order of direction upon the concern authority to investigate the matter stated above and direct to take necessary legal steps against the said Mirazul and Namzul.

7. *That the deponent craves Lordships permission to swear affidavit with the copy of annexures 4.*
8. *That this Affidavit of facts may kindly be treated as part of the record of the case.*
9. *That the statements made hereinabove in this affidavit are true to the best of my knowledge and belief.*

Prepared in my office.

Sanjoy Mandal	---------- *(DEPONENT)*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Advocate *SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE METHIS THE* *.....DAY OF.....:2024* *AT..... AM/PM*	*THE DEPONENT IS KNOWN TO ME AND IDENTIFIED BY ME* _____ *Sanjoy Mandal* *Advocate* *Member No. : 5639* *Mobile: 01794-835373*

COMMISSIONER OF AFFIDAVITS

SUPREME COURT OF BANGLADESH

HIGH COURT DIVISION, DHAKA.

উপরিল্লিখিত হলফনামায় সংযুক্ত এনেক্সার ১, ২, ৩ এবং ৪ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলেখন হলোঃ

এনেক্সার-১

দৈনিক কালবেলা

বৃহস্পতিবার ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪

২ ফাল্গুন ১৪৩০

মাদক মামলায় যুবলীগ নেতার আয়নাবাজি

জাফর ইকবাল

২০২০ সালের আগষ্ট মাসে উত্তরায় একটি বাসায় অভিযান চালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল, গাঁজসহ আটক করা হয় আনোয়ার হোসেন নামে একজনকে। তবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন মাদক চক্রের মুল হোতা। মাদক উদ্ধারের এ ঘটনায় দুজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিচারে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় পলাতক ওই ব্যক্তিকে সাত বছরের কারাদন্ড দেন আদালত। এ পর্যন্ত ঠিকঠাকই ছিল ঘটনা। এরপর যা ঘটেছে, তা যেন আলোচিত 'আয়নাবাজি' সিনেমার কাহিনির বস্তব রূপ।

সাজাপ্রাপ্ত ওই আসামি মাদক কারবারের মুল হোতা মোঃ নাজমুল হাসান। ঢাকার উত্তরার ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের এই নেতার বাবার নাম আবুল হাসেম চেয়ারম্যান। কিন্তু এই পরিচয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করে যিনি জেল খেটেছেন, তার প্রকৃত নাম মিরাজুল ইসলাম। টাকার বিনিময়ে রীতিমতো চুক্তি করে নাজমুলের সাজা নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন তিনি। যদিও চুক্তিমতো সব টাকা পাননি মিরাজুল। জামিনে বেরিয়ে এসে টাকা চাইতে গেলে উল্টো ৫০ পিস ইয়াবা দিয়ে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। *মাদক মামলার নথি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০২০ সালের আগস্টে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালায় রাজধানীর উত্তরায়। প্রাইভেটকারে পাচারের সময় মাদক ব্যবসায়ী আনোয়ারকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানকারী দল উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ২৫ নম্বর রোডের ১/২নং বাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান আরেক মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল হাসান। এই ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা দায়ে করা হয়, যার নম্বর ০৪(০৮)২০২০। এই মামলার (মেট্রো দায়রা মামলা নম্বর ৭৪৬১/২০২১) অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুই আসামিকে সাত বছরের জেল দেন অষ্টম দায়রা জজ আদালত। আনোয়ার শুরু থেকেই জেলে থাকলেও নাজমুলকে খুঁজে পায়নি পুলিশ। যদিও স্থানীয়রা বলছেন, ওই সময় নাজমুল নিজ বাসায় থাকলেও পুলিশ তাকে ধরেনি। প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় এই মাদক কারবারি ধরাছোয়াঁর বাইরে থেকে যান। এই মামলা নিয়ে কালবেলার অনুসন্ধানে রেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকার তথ্য। মাদক মামলায় দন্ডিত হয়ে কাগজে-কলমে কারাভোগ করলেও প্রকৃতপক্ষে এক দিনের জন্যও জেলখানায় যাননি আসামি নাজমুল। তার পরিচয়ে জেলবাস করেন অন্য আরেকজন। এজন্য গাড়ি-বাড়ি এবং বড় অঙ্কের টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়। জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৯ আগষ্ঠ নাজমুল পরিচয় দিয়ে আদালতে আত্মসমর্পন করেন গাজীপুরের মিরাজুল ইসলাম। জামিন আবেদন নামঞ্জর করে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ফলে নাজমুলের পরিবর্তে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যান মিরাজুল। ১১ দিন জেল খাটার পর ওই বছরের ২০ আগষ্ট তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন।* *জানতে চাইলে মামলাটির বাদী তৎকালীন গুলশান সার্কেল ও বর্তমানে পিরোজপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন কালবেলাকে বলেন, আসলে এখানে আমাদের কিছু করার বা বলার এখতিয়ার নেই। এটা আদালতের বিষয়। মামলার বিচার চলাকালে যদি আসামি কাঠগড়ায় থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো কথা বলতে পারি। একাধিকবার ফোন করে এবং মেসেজ পাঠিয়েও এ বিষয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুবাস কুমার ঘোষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ডেপুটি জেলার সিরাজুল

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সালেহীন কালবেলাকে বলেন, 'আমরা যখন কাউকে অ্যাডমিট করি, তখন কোর্ট থেকে তার সাজার পরোয়ানা দিয়ে পাঠানো হয়। তার নাম-ঠিকানা, পিতার নাম, গ্রাম ইত্যাদি তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়।' তাহলে একজনের পরিবর্তে কীভাবে অন্যজন কারাগারে গেলেন- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'কেউ যদি স্বেচ্ছায় অন্যজনের নাম, ঠিকানা, পিতার নাম ইত্যাদি পরিচয় দেন, তাহলে কী করার থাকে?' *আদালত সূত্র বলছে, মিরাজুলকে নাজমুল সাজিয়ে হাজির করার সময় আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কালবেলাকে বলেন, 'আমি ওইদিন আদালতে উপস্থিত ছিলাম না। আমার জুনিয়ররা নাজমুলকে নিয়ে গিয়েছিল। তবে এ ধরনের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। আমি এ ধরনের লোক না। আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে দেখেন।' তাহলে নাজমুলের পরিবর্তে মিরাজুল কীভাবে জেলে গেলে- এমন পশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে আমি আমার জুনিয়রদেরও জিজ্ঞাসা করেছি। তারাও কেউ এ ধরনের কাজ করেনি বলে আমাকে নিশ্চিত করেছে। যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ মোখলেসুর রহমান বাদল কালবেলাকে বলেন, 'এটা একটা সাবজুডিশ ম্যাটার (বিচারাধীন বিষয়)। হাইকোর্টে আছে, হাইকোর্ট দেখবেন। তারাই ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আর কোনো আইনজীবী যদি জড়িত থাকেন, তাহলে আমরা বার কাউন্সিলও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারব।'* *অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভলিউমে নাজমুলের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা ঠিক থাকলেও চেহারায় মিল নেই। জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যমতে নাজমুলের বয়স ৩৪ আর মিরাজুলের বয়স মাত্র ২৩। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সংশ্লিষ্ট ভলিউমের তথ্যে দেখা যায়, নাজমুলের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং কালো, গলার বাঁয়ে তিল, ডান হাতের পৃষ্ঠে কাটা দাগ। এ ছাড়া পেটের বাঁয়ে তিল রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে প্রকৃত নাজমুলের শরীরে এর কোনোটাই নেই। এ চিহ্নগুলো সবই মিরাজুলের। ভলিউমে যে ছবি লাগানো আছে, সেটিও মিরাজুলের। তবে সেই ছবির ওপর নাম লেখা রয়েছে নামজুল। বাস্তবে নাজমুল অনেক ফর্সা এবং উচ্চতাও অনেক বেশি বলে জানিয়েছেন তার ঘনিষ্ঠরা।* *খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মিরাজুলের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুরে। বর্তমানে বসবাস করছেন গাজীপুরের সাতাইশ চৌরাস্তায়।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ওই এলাকার বাসিন্দাদের কাছে খোঁজাখুঁজি করে এই প্রতিবেদক মিরাজুলের কাছে পৌছাতে সক্ষম হন। শুরুতে কথা বলতে না চাইলেও একপর্যায়ে সব অকপটে জানান তিনি। মিরাজুল বলেন, 'আমি গরিব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। একদিন ফরিদ নামে পরিচিত এক ব্যক্তি আমাকে কয়েকটা দিন জেল খাটার অফার করেন। বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ টাকা এবং বাড়ি ও একটা গাড়ি দেওয়ার কথা বলেন। অভাবের সংসারে এমন অফার পেয়ে আমি রাজি হয়ে যাই। যদিও এটা অপরাধ, তবে আমি লোভ সংবরণ করতে পারিনি।' *তিনি বলেন, 'আমাকে জেলে যাওয়ার সময়ে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এরপর যখন জামিন নিয়ে বের হই তখন আরও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এর পরই যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ফরিদ। বারবার তাকে বাকি টাকা এবং বাড়ির কথা বললেও তিনি এড়িয়ে যেতে থাকেন।' মিরাজ জানান, 'সর্বশেষ গত ৩ নভেম্বর ফরিদ টাকা দেওয়ার কথা বলে গাজীপুর থেকে উত্তরায় ডেকে আনেন। এরপর ৫০ পিস ইয়াবা দিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আরও ৩০ দিন জেল খাটতে হয়।'* *এ সময় নাজমুলের ছবি দেখানো হলে তাকে শনাক্ত করেন মিরাজুল। নিশ্চিত করেন এই নাজমুলই তাকে জেল খাটিয়েছেন। একইভাবে নাজমুলের সহযোগী ফরিদকেও ছবি দেখে শনাক্ত করেন মিরাজুল। এদিকে কয়েক দিন ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেও ফরিদের খোঁজ মেলেনি। তবে বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে, তিনি তুরাগ এলাকার ধরঙ্গারটেক এলাকায় থাকেন। ওই এলাকার বাসিন্দারা ফরিদকে শনাক্ত করতে পারলেও তার বাসার ঠিকানা কেউ দিতে পারেনি।* ***কে এই নাজমুলঃ*** *জানা গেছে, উত্তরার আবুল হাসেম চেয়ারম্যানের ছেলে নাজমুল হাসান ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি এবার ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি প্রার্থী। মাদক কারবার ছাড়াও এই নাজমুলের বিরুদ্ধে উত্তরা এলাকায় জমি দখল, রাজউকের প্লট দখল, জাল-জালিয়াতি, অস্ত্রবাজি ও কিশোর গ্যাং পরিচালনাসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। উত্তরা পুলিশের পিসিআরে নাজমুলের বিরুদ্ধে তুরাগ থানায় দুটি, উত্তরা পশ্চিম থানায় দুটি এবং ধানমন্ডি থানায় একটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য গত এক সপ্তাহে তিনবার অভিযুক্ত নাজমুল হাসানের উত্তরার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাড়িতে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। একাধিকবার ফোন করা হলেও ধরেননি। পরে বক্তব্য চেয়ে মেসেজ পাঠানো হলে তিনি উত্তর দেননি। এরপর নানাভাবে চেষ্টার পর নাজমুলের বড় ভাই ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সদস্য মহিবুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। কালবেলাকে তিনি বলেন, 'বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমরা আলাদা থাকি। তার কর্মকান্ড সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই, বলতেও পারবা না।' ***এনেক্সার-২*** ***দৈনিক সমকাল*** *সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৪* ***'আয়নাবাজি'র বার্তা ভয়ংকর*** *এস এম সাব্বির খান* *সম্প্রতি মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি, রাজধানীর যুবলীগ নেতা নাজমুল হাসানের পরিবর্তে নিরপরাধ ব্যক্তির সাজাভোগের এই ঘটনা যেন জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্র আয়নাবাজির বাস্তব রূপায়ণ। দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০২০ সালে উত্তরার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক জব্দ করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।* ***নাজমুল হাসানের পরিবর্তে সাজাভোগ করেছেন। অর্থের বিনিময়ে মূল আসামির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির সাজাভোগের ঘটনা যেন চলচ্চিত্র আয়নাবাজির বাস্তবায়ন।*** *এ ঘটনা উত্তরা-পশ্চিম থানায় করা মামলার মূল আসামি রাজধানীর উত্তরা ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা নাজমুল হাসান। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় নাজমুলসহ ওই মামলার দুই আসামিকে সাত বছরের কাদন্ড দেন আদালত। ২০২৩ সালে অর্থের বিনিময়ে নাজমুল পরিচয় নিয়ে আদালতে আত্মসমর্পণ করে সাজাভোগের জন্য কারাগারে যায় গাজীপুরের মিরাজুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি। ১১ দিন জেল খাটার পর ওই বছরের ২০ আগষ্ট সে জামিনে বেরিয়ে আসে। তবে চুক্তিমতো সব টাকা পায়নি মিরাজুল। টাকা চাইতে গেলে সাজানো মাদক মামলায় পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় তাকে।* *বিষয়টি জানাজানির পর গণমাধ্যমের সামনে অর্থের বিনিময়ে মুল আসামি নাজমুলের প্রক্সি হিসেবে আদালতে আত্মসমর্পণ ও সাজাভোগের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে মিরাজুল নিজেই। বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। পরে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাইকোর্টের বিচারপতি আতাউর রহমানের একক বেঞ্চে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে সাজার বিরুদ্ধে করা আপিলের ওপর রায়ের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়। *সাজাভোগে মূল অপরাধীদের এমন প্রহসনের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ১৯৮৮ সালে দুর্নীতি মামলার আসামি আনিসুজ্জামানের পরিবর্তে অর্থের বিনিময়ে ২০১৬ সালে আদালতে আত্মসমর্পণ করে সাজাভোগ শুরু করে কামাল নামে এক ব্যক্তি। চার মাসের মাথায় এ তথ্য ফাঁস হয়। ২০০৯ সালে সিলেটে একটি হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি ইকবালের পরিচয় নিয়ে প্রায় ১৪ মাস সাজাভোগ করে রিপন নামে এক ব্যক্তি। ২০১৭ সালে কারা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে পারে। ২০১০ সালে রাজধানীর একটি হত্যা মামলার মুল আসামি সোহাগের পরিবর্তে কারাগারে যায় হোসেন নামে এক ব্যক্তি। ২০২২ সালে সোহাগ র‍্যাবের হাতে ধরা পড়লে এ তথ্য সামনে আসে।। চট্টগ্রামের একটি হত্যা মামলার আসামি মামলার আসামি কুলসুম আক্তারের হয়ে দুই বছরের বেশি সময় জেল খাটে মিনু নামে একজন। ২০২১ সালে ওই ঘটনার ওপর হাইকোর্টে শুনানিকালে পূর্ববর্তী দুই বছরে এমন ২৬টি ঘটনার উল্লেখ করেন। মিনুর আইনজীবী। এমন আরও বহু উদাহরণ রয়েছে।* *গত এক যুগে অপরাধ দমনে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজিয়েছে সরকার। অপরাধ তদন্ত ও অপরাধী শনাক্তে আধুনিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি। এর পরও কীভাবে কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে মুল আসামির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি কারাগারে যায়-এমন প্রশ্নের বিপরীতে একটি বিষয় সহজেই অনুমেয়, এসব ঘটনায় অপরাধীদের সঙ্গ সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি ধাপে কারও না কারও সচেতন সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতারণার এমন ধৃষ্টতা দেশের আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবল অনাস্থা সৃষ্টির ভয়াল বার্তা দেয়।* *এস এম সাব্বির খান।* *সহ-সম্পাদক,* *সমকাল* ***এনেক্সার-৩*** ***দৈনিক যুগান্তর*** *মঙ্গলবার ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৪* *৭ ফাল্গুন ১৪৩০*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দখল-চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী
তুরাগের ত্রাস যুবলীগ নেতা নাজমুল

তোহুর আহমদ

বাজার, রাস্তা, জলাশয় বা আবাদি জমি-কোনোকিছুই বাদ নেই;সব জায়গায় ঝুলছে 'দখলের সাইনবোর্ড'। 'জমির মালিক মো: নাজমুল হাসান, পিতা মৃত আবুল হাসিম(চেয়ারম্যান)'- রাজধানীর উপকণ্ঠে তুরাগ এলাকায় ঢুকলে এমন অসংখ্য সাইনবোর্ড চোখে পড়ে।

শুধু জমি দখল নয়- চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসাসহ অসংখ্য অভিযোগ কথিত যুবলীগ নেতা নাজমুলের বিরুদ্ধে। এসব নিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা অর্ধডজনেরও বেশি। এরপরও সরকারদলীয় নেতা পরিচয়ে তুরাগের বিস্তীর্ণ এলাকায় রীতিমতো রামরাজত্ব চলছে তার।

চাঁদাবাজি: *উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরসংলগ্ন কামারপাড়া এলাকার বিশাল কাঁচাবাজার নাজমুলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে। এখানে আড়ত বা টং দোকানের সংখ্যা ৬ শরও বেশি। প্রতি দোকানে নির্ধারিত চাঁদার হার দৈনিক ৬০০ টাকা। এছাড়া বাজারে পণ্যবোঝাই ট্রাক ঢুকলে খালাসের আগেই দিতে হয় ৫৫০ টাকা। এর বাইরে ভ্যানগাড়ি প্রতি চাঁদা ১০০ টাকা।*

রোববার দুপুরে সরেজমিন দেখা যায়, টিনশেডের বাজার। নাম তুরাগ সুপার মার্কেট, কামারপাড়া বাঁশপট্টি, সেক্টর ১০। বিভিন্ন দোকানে শাকসবজির স্তুপ। আড়ত ঘিরে কৃলি-মিনতিদের হাঁকডাক। ব্যবসায়ীরা জানান, বাজারের মালিক নাজমুল হাসান। দোকান ভাড়া হিসাবে দৈনিক ভিত্তিতে টাকা নিয়ে যায় নাজমুলের লোকজন। আশেপাশের কয়েকটি বাঁশের খুঁটিতে রাজনৈতিক ফেস্টুন দেখা যায়। এতে বড় হরফে লেখা - 'নাজমূল হাসানের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। তুরাগ থানা যুবলীগ। স্থানীয়রা জানান, বছর তিনেক আগে হঠাৎ করেই জমি দখল করে এখানে বাজার বসায় নাজমুলের লোকজন। পরে নাজমুলের বাবার নামে বাজারের একাংশের নাম দেওয়া হয় আবুল হাসিম চেয়ারম্যান কাঁচাবাজার। এ সময় পরিত্যক্ত জায়গা ও রাজউকের কয়েকটি প্লট ছাড়াও স্থানীয় কয়েকজনের জমি বেদখল হয়। এর মধ্যে স্থানীয় আব্দুর রাজ্জাক(সারেক ইউপি মেম্বার), মানিক মিয়া,আশরাফ আলী অন্যতম । বর্তমানে বাজারসংলগ্ন ১০ নম্বর সেক্টরের রাস্তাও দখল করা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ কাঠের আড়ত। এছাড়া মিনিবাস ও টেম্পোস্ট্যান্ড বসিয়ে ভাড়া

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দিয়েছে নাজমুলের লোকজন। *স্থানীয়রা বলছেন, শুধু কাঁচাবাজার নয়, তুরাগের বিস্তীর্ণ এলাকায় চাঁদাবাজি চলে নাজমুলবাহিনীর নামে। এর মধ্যে কামারপাড়া, নলভোগ, পুরান কালিয়া, রানাভোলা, ধউর ও ১১ নম্বর সেক্টরে নাজমুলের অস্ত্রধারী বাহিনীর তৎপরতা ব্যাপক। বউর বেড়িবাঁধ। এলাকায় অবৈধ বালুর গদি, বিআইডব্লিউটিএ-এ ল্যান্ডিং স্টেশন এবং দিয়াবাড়ী মেট্রোরেল ষ্টেশনের নিচে ব্যাটারিচালিত অটোরিয়শা থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায় করা হয়। বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিমাসে এভাবে আদায়কৃত চাঁদার অঙ্ক বিশাল।* *জানা যায়, উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে রাজউকের একাধিক প্লট দীর্ঘদিন ধরে নাজমুলের দখলে। বর্তমানে সেখানে অবৈধ ফার্নিচার মার্কেট তৈরি করে সাড়া দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তুরাগের সাউদার্ন ও আইএফএল নামের দুটি বৃহৎ গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠান নাজমুলবাহিনীর হাতে রীতিমতো জিম্মি। গার্মেন্টের জুট থেকে শুরু করে অনেক কিছুই কিনাবাক্যে তুলে দিতে হয় নাজমুলবাহিনীর হাতে।* ***দখল:** কামারপাড়া কবরস্থান রোডে পরপর কয়েকটি জমিতে নাজমুলের সাইনবোর্ড দেখা যায়। একটিতে লেখা 'খরিদ সূত্রে এই জমির মালিক মো. নাজমুল হাসান। জমির পরিমাণ ১৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। ভাটুলিয়া মৌজা।' অপরটিতে লেখা 'চুক্তিনামা দলিলমূলে জমির বর্তমান মালিক নাজমুল হাসান। পিতা মৃত আবুল হাসিম। জমির পরিমাণ ১০৩৫ অজুতাংশ। কামারপাড়া মৌজা।' পাশেই আরেকটি সাইনবোর্ডে লেখা 'ক্রয়সূত্রে জমির মালিক নাজমুল হাসান। জমির পরিমাণ ৮২০ অজুতাংশ।'* *স্থানীয়রা বলছেন, এসব জমির বেশির ভাগই দখল অথবা অস্ত্রের মুখে লিখে নেওয়া। শুধু তুরাগ নয়, আশুলিয়া ও গাজীপুর এলাকার বহু জমিতে এমন সাইনবোর্ড ভূরিভূরি। এছাড়া তার পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে-বেনামে দখল হয়েছে আশপাশের বিপুল ভূসম্পত্তি। এর মধ্যে কবরস্থান রোডে ভাই ভাই মার্কেট, রানাভোলা রোডে তাসলিমা মার্কেট, তাসলিমা প্লাজাসহ আশপাশের কয়েকশ বিঘা সম্পত্তি নাকি নাজমুলের পৈতৃক সম্পত্তি। এছাড়া ধউর এলাকার ইস্টওয়েস্ট মেডিকেল সংলগ্ন শতকোটি টাকা মূল্যের বিশাল জায়গা এবং উত্তরণ আবাসিক এলাকার পেছনে বিশাল জলাশয়ও নাকি কিনেছেন তার বাবা হাসিম চেয়ারম্যান। তবে এলাকাবাসী বলছেন, দখল জমির অনেকাংশ ভাওয়াল এস্টেটের আওতাভুক্ত। এছাড়া*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হতদরিদ্র অনেকের জমি লিখে নেওয়া হয় অস্ত্রের মুখে। *এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, তুরাগের রোসাদিয়া ঘাট ও তালতলা গুদারাঘাট চলে নাজমুলের চাচাতো ভাই আরিফ হাসানের নামে। এ সুযোগে ঘাট ও আশপাশের এলাকায় সারি সারি টিনের ঘর, টং দোকান ও অবৈধ বাস-ট্রাকস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া নাগেরটেক এলাকায় অবৈধ ব্যাটারি কারখানা গড়ে তুলেছেন নাজমুল। সেখানে পুরোনো ব্যাটারি ভাঙায় ক্ষতিকর পারদ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের জলাশয়ে। এ নিয়ে মামলা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এছাড়া খায়েরেরটেক এলাকায় সরকারি জমিতে শততাধিক বস্তিঘর তুলে ভাড়া দিয়েছেন নাজমুলের লোকজন।* ***আয়নাবাজিঃ*** *সম্প্রতি এক মাদক মামলায় নাজমূলকে ৭ বছর কারাদন্ড দেন আদালত। কিন্তু সাজা থেকে বাঁচতে অভিনব কৌশল নেন তিনি। আলোচিত আয়নাবাজি সিনেমার মতোই নাজমুল সাজিয়ে কারাগারে পাঠানো হয় ডামি আসামি। এ সময় মোটা অঙ্কের অর্থের প্রলোভনে নাজমুলের হয়ে জেল খাটেন মিরাজুল নামের হতদরিদ্র এক যুবক। ১১ দিন জেল খেটে ২০ আগস্ট জামিনে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হন মিয়াজুল। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী টাকা না পেলে ঘটনা ফাঁস করে দেন তিনি। এ ঘটনায় এখন এলাকায় তোলপাড় চলছে।* *নাজমুলের বদলে চুক্তিতে কারাভোগ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মিরাজুল বলেন, 'সে (নাজমুল) বলছিল আমাকে বাড়িগাড়ি কইর‍্যা দিব। আমার লাইফ সেট কইর‍্যা দিব। বিনিময়ে তার জন্য আমাকে জেল খাটতে হবে। কিন্তু অহন এর কিছুই দেয় না।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে মিরাজুল বলেন, 'আমি দিন আনি দিন খাই। চুক্তি অনুযায়ী যা দেওয়ার কথা ছিল তা না দিয়া আমাকে এক লাখ টাকা ধরাইয়া দিছে।'* *ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের রেকর্ডে নাজমুলের আয়ানাবাজির অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। জেলখানার রেকর্ডবুকে আসামি হিসাবে নাজমুলের নাম ও পিতার নাম ঠিক থাকলেও ছবি রয়েছে মিরাজুলের। এছাড়া কারাগারের প্রিজনার্স (বন্দি) তথ্যভান্ডারেও রয়েছে ভিন্ন ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সম্প্রতি আয়নাবাজির ঘটনা ফাঁস হলে গোপনে দেশ ছাড়েন নাজমুল।* *সূত্র জানায়, তুরাগে নাজমুলের একচ্ছত্র দাপটের পেছনে জনৈক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার হাত রয়েছে। অজ্ঞাত কারণে তিনি তুরাগ এলাকায় বিপুল পরিমাণ জমি কিনেছেন। লাঠিয়াল হিসাবে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

এসব জমি দেখভাল করে নাজমুলের লোকজন। এজন্য দলীয় পদ পাইয়ে দিতে নাজমুলের পক্ষে তদবির করেন ওই প্রভাবশালী নেতা। এছাড়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তারে নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলেছেন নাজমুল। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নাজমুলের হয়ে বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজি করেন। তাদের মধ্যে আছেন রানাভোলার কাশেম, আমির আলীর ছেলে খোরশেদ আলম ওরফে রানা, আবুল ফজলের ছেলে আলামিন, গুলগুল্লা মোড়ের নাসির, কুদ্দুস মিয়ার ছেলে ফরিদ ও ফরহাদ, ধউরের হাবিব, ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের নেতা এসএম শাহদাৎ হোসেন ওরফে সেতু,৫৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের কথিত নেতা নজরুল ইসলাম, নুরুজ্জামান, স্থানীয় মিন্নত আলীর ছেলে সাদ্দাম, শিপলু, কেরামত আলীর ছেলে রাতুল ও আক্কাস আলীর ছেলে সজীব।

অভিযোগ প্রসঙ্গে বক্তব্য জানার জন্য রোববার বিকালে উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে ২৫ নম্বর রোডে নাজমুলের বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি। তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরে তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বক্তব্য চেয়ে খুদে বার্তা পাঠানো হয়। কিন্তু এতে তার সাড়া পাওয়া যায়নি। তুরাগ থানা যুবলীগের নেতারা জানান, দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে নাজমুলকে দেখা গেলেও তার কোনো পদ-পদবি নেই। তবে তিনি পদ পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এছাড়া সম্প্রতি তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের ঘোষণাও দিয়েছেন।

কথিত যুবলীগ নেতা নাজমুলের বিরুদ্ধে দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আওয়ামী যুবলীগের (উত্তর) সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন শনিবার যুগান্তরকে বলেন, গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে বেশকিছু অভিযোগ এসেছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে। বাস্তবে তিনি যদি চাঁদাবাজি বা দখলের মতো অপরাধে জড়িত হন তবে তাকে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্ত করে অবশ্যই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এনেক্সার-৪

Jamuna tv
Investigation 360
Title: নাজমুলের ক্লোন কপি
Reporter: অপূর্ব আলাউদ্দিন
Video Journalist: তানভীর মিজান

নাজমুল হাসা। বয়স-৩৩। মাদক মামলায় ৭ বছরের জেল হয়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাঁর। আদালতে আত্মসমর্পন করলে তাকে পাঠানো হয়-ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। *মিউজিক---* *কে এই নাজমুল হাসান? জানতে আমরা হাজির হই, রাজধানীর উত্তরায়।* *মিউজিক....* *তুরাগ থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাবেক হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের টানা ২২ বছরের চেয়ারম্যান আবুল হাসেমের ছোট ছেলে এই নাজমুল। লেখাপড়া রাজউক উত্তরা স্কুল এন্ড কলেজ। তুরাগ থানার যুবলীগের এই নেতা বাবার পরিচয়ে এলাকায় গড়ে তোলেন নিজস্ব বাহিনী। এরপর একের পর এক জমি দখল, বাজার দখল, গরুর হাট দখলসহ নানান কর্মকান্ডে এলাকার আতঙ্ক হয়ে উঠেন তিনি।* *সট.... ভূক্তভোগী* *মিউজিক.....* *রাজউকের ১১ ও ১৩ নম্বর সেক্টরে অবৈধভাবে রাজউকের ২৯টি প্লট দখল করে বসানো হয় ফার্নিচার দোকান, খাবারে দোকানসহ কাঁচাবাজার। এরপর ভাড়ার নামে তোলা হয় কোটি কোটি টাকা। এই টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়ে চলে যায়, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, কাউন্সিলর, পুলিশের কতিপয় সদস্য এবং রাজউকের কিছু অসৎ কর্মকর্তার পকেটে। প্রতি মাসে কোটি টাকার চাঁদা উঠানোর দায়িত্ব এই নাজমুল বাহিনীর।* *সট.... এলাকাবাসী* *শুধু তাই নয়, এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কেউ উচ্চারন করলেই তাঁর বাড়িতে চালানো হয় হামলা। অস্ত্রসহ দেয় হয় মহড়া। এসব কাজে ব্যবহার করা হয়, কিশোরদেরকেও। গড়ে তোলা হয়-কিশোর গ্যাং। উত্তরায় সেক্টরে সেক্টরে রয়েছে নাজমুলের কিশোর গ্যাং। অস্ত্রের পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়-মাদকও।* *মিউজিক....* *উত্তরা পশ্চিম থানা ও তুরাগ থানায় একাধিক মামলা থাকলেও কখনোই গ্রেফতার হননি নাজমুল। তবে, ২০২০ সালের আগষ্টে নাজমুলের উত্তরার এই বাড়ীতে অভিযান চালিয়েছিল মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।* *উদ্ধার করা হয়- বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল আর গাঁজা।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আনোয়ার হোসেন নামে একজন ধরা পড়লেও পালিয়ে ছিলেন নাজমুল। পরে অভিযোগ প্রমাণ হলে, আদালতের রায়ে দ'নিডত হন দু'জনই। *মিউজিক...* *৭ বছর জেল হবার পর, আদালতে আত্মসমর্পন ছাড়া জামিন নেয়ার কোন রাস্ড়া খোলা ছিল না নাজমুলের।* *আদালতের কাগজ বলছে, ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট ৮ম মহানগর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পন করেন নাজমুল। জামিন নামঞ্জুর হলে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয়-ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।* *মিউজিক...* *নাজমুলের সাথে দেখা করতে, টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হাজির হয়-কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কারা কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে, উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে ২০ আগস্ট বেরিয়ে যান-নাজমুল। কিন্তু কারাগারের একটা নথি আর ছবি দেখে আমাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে।* *নাজমুলের আসল চেহারা তো এটি। কিন্তু নাজমুলের পরিবর্তে এটি কার ছবি?* *মিড পিটিসি....* *মাদক মামলায় ৭ বছরের জেল হয় ঢাকার উত্তরার নাজমুল হাসানের। সেই অনুযায়ী নাজমুল হাসান ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট আদালতে আত্মসমর্পন করেন। আদালত তাকে পাঠিয়ে দেয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নথি এবং ছবি বলছে, নাজমুল হাসান জেল খাটেননি। তাহলে, নাজমুল হাসানের পরিবর্তে জেল খাটলো কে? আমরা সে ব্যক্তিকে খুজে বের করতে চাই।* *আদালত পাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে আমরা খুঁজতে থাকি, সেই অচেনা ব্যক্তিকে। যিনি নাজমুলের পরিচয়ে ১১ দিন জেল খাটেন।* *লিঙ্ক::১।* *আদালতকে ধোকা দিয়ে জামিন নিয়ে নিলেন মাদক মামলার ৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি নাজমুল। অথচ, তাকে একদিনও জেল খাটতে হয়নি তাঁকে। তিনি বাইরে থেকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন একজনকে। তবে তাঁর পরিচয়ে তিনি কাকে জেলে পাঠালেন, সেই তথ্য আমাদের এখনো জানা নেই। কারাগার থেকে পাওয়া তাঁর একটা ছবি এবং শরীরের কিছু শণাক্তকরণ চিহ্ন ছাড়া আর কোন সূত্র-ই আমাদের কাছে নেই। কিন্তু তাঁকে সামনে না আনতে পারলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে। তাই আমরা সেই অচেনা ব্যক্তিকে খুঁজতে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আবারো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে চাই। দেখা যাক, সেখান থেকে নতুন কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না? *ভয়েসওভার---* *ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার।* *মিউজিক...* *কারাগারের নথি বলছে, নাজমুলের ঠিকানা রাজধানীর উত্তরায়। বাবার নাম-আবুল হাসেম। সেই ঠিকানায় গিয়ে আমরা নাজমুলকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু কেউ এই ছবি দেখে চিনতে পারছে না।* *ভক্সপপ::: না না ভাই পরিচিত মনে হয় না।* *কিন্তু কেউই এই ছবি দেখে চিনতে পারছেন না।* *মিউজিক* *গ্রাফিক্স-০১* *শণাক্তকরণ চিহ্ন হিসেবে তাঁর গলার বাম পাশে তিল এবং ডান হাতের পৃষ্ঠে কাটা দাগ আছে। উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। গায়ের রং কালো। এসব তথ্যই সেই অচেনা ব্যক্তির। কিন্তু এরসাথেও আসল নাজমুলের শণাক্তকরণের তথ্যও মিলছে না।* *আমরা আবারো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।* *মিউজিক...* *কয়েদি কিংবা হাজতিদের সাথে দেখা করতে প্রতিদিন ভিড় জমান শত শত দর্শনার্থী। কেউ আবার স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করেন, মোবাইল টেলিফোনে। আমরা দেখতে চাই, নাজমুল পরিচয়ে যিনি কারাগারে ছিলেন, তিনি সেই ১১ দিনে কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলেন কি না?* *মিউজিক.....* *কারাগার থেকে এবার একটা নতুন সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। ১১ দিনে একদিন তিনি কথা বলেছিলেন একটি মোবাইল নম্বরে। সেই নম্বরটি এখন আমাদের হাতে। সেটি নিয়ে আমরা পরিক্ষা করেছিলাম টু-কলার অ্যাপসে। দেখা যাক, নম্বরটি দিয়ে কিছু পাওয়া যায় কি না?* *সট::: টিমের একজন সদস্য* *এই নাম্বারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, গাজীপুর ২৭-এ একজন কবির ুল ইসলাম নামে একজন ব্যক্তি ব্যবহার করে।* *রিপোর্টার- তারমানে গাজীপুর ২৭? আমরা এখন গাজীপুর ২৭-এ যাবো।* *কে এই কবিরুল? তাঁকে খুঁজতে আমরা এবার রওনা দিলাম-*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গাজীপুরের দিকে। *মিউজিক...* *পৌঁছে যাই, গাজীপুরের সাতাইশ চৌরাস্তা এলাকা।* *মিউজিক...* *দেখা যাক, কারাগার থেকে পাওয়া সেই ছবি কেউ চিনতে পারে কি না?* *এম্বিয়েন্ট....* *রিপোর্টার- ভাই, আমরা তো একজনকে খুজতেছি দেখেন তো এই ভদ্রলোককে কখনো দেখছেন কিনা।* *-না দাদা* *না কেউ তাঁকে চিনতে পারছেন না।* *মিউজিক--* *অবশেষে এই দোকানদার সেই অচেনা ব্যক্তির চেহারা চিনতে পেরেছেন।* *আপস...* *রিপোর্টার- এর নাম হচ্ছে কবিরুল।* *দোকানদার- আগে ছিলো।* *রিপোর্টার- আগে ছিলো?* *দোকানদার-জী* *রিপোর্টার- কোন যায়গায় ছিলো?* *দোকানদার- এই যে লস্করপাড়ার এই সাইডে।* *রিপোর্টার-লস্কর পাড়ার এই সাইডে?* *লিঙ্ক:::২।* *আমরা এই দোকানদারকে আমাদের মোবাইল-ফোন নম্বর দিয়ে আসি। এরপর অপেক্ষা করতে থাকি, নতুন কোন খবরের। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার এদিকে আমাদের কাছে আর কোন তথ্য কিংবা সূত্র নেই যে, যে সূত্র আমাদের সেই অচেনা ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাবে। তবে আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে পৌঁছতে পেরেছি। নিয়ে যাবো-আপনাদেরও। তবে একটা বিরতির পর।* *বিরতি-১* *লিঙ্ক:::৩।* *ভাড়ায় জেল খাটা নতুন কিছু নয়। একজনের পরিবর্তে আরেকজন জেলে যাচ্ছেন অহরহ। সম্প্রতি জেল কর্তৃপক্ষ এমন ২৪*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন ভাড়াটে কারাভোগীর সন্ধান পেয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে বেছে নেয়া হয় অভাবী আর দরিদ্র মানুষকে। তাঁর দারিদ্রতার সুযোগকে কাজে লাগায় অপরাধীরা। অপরাধীদের সহায়তা করেন কোন কোন আইনজীবী। এই ঘটনায় কারা কারা জড়িত? সেটাও খুঁজে বের করবো আমরা। তার আগে জেনে নেয়া যাক- মাদক মামলাটির শেষ অবস্থা কী? *কাগজে-কলমে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পন করার পর, এবার নাজমুল হাসান চলে যান উচ্চ আদালতে। জামিন নেয়ার পাশাপাশি মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিলও করেন। উচ্চ আদালতে নাজমুল হাসানের আইনজীবী মোহাম্মদ রমজান খান।* *সেই আইনজীবীর মুখোমুখী টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি।* *সট::: মোহাম্মদ রজমান খান, নাজমুল হাসানের আইনজীবী* *রিপোর্টার- মামলার নাম্বারটা হচ্ছে-৭৭৩৭, ২০২৩।* *উকিল- আপনারা এইটা নিয়া এতো কিয়ের?* *রিপোর্টার- না, একজনের পরিবর্তে আরেকজন জেল খাটছে, এইতা একটা অপরাধ না?* *উকিল- এইটা আপনারা যদি এখন জেনে থাকেন, জানলেও তো এখন প্রুভ করতে পারবেন না। ধরবেন কিভাবে? আসামী তো বের হয়ে গেছে।* *রিপোর্টার- জেলখানা থেকে যদি ছবি পাই?* *উকিল- ওইভাবে যদি মিলাইতে পারেন তাইলে ধরতে পারেন।* *রিপোর্টার- পাইছি তো।* *উকিল- কোর্টে কে কি করছে জানি না। কিন্তু আমাকে মামলাটা দিছে ওই চেম্বার থেকে। আমি হাইকোর্টে বেল করাইছি এবং আপিলটা এডমিট করাইছি। আপনে, নজরুল ভালো লোক আছে, কি হইছে না হইছে আপনে ওর কাছে যান। ওই সব বলে দিবে।* *তার মানে, তাঁর কাছে ফাইলটি পাঠিয়েছেন জজ কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তিনি আবার ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদ প্রার্থী।* *মিউজিক...* *নির্বাচনী প্রচারণায় বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। আইনজীবীদের অধিকার এবং পেশাগত দায়িত্বে অটল থাকার প্রত্যয় তাঁর।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মিউজিক... *আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলামের চেম্বারে টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও তিনি চেম্বারে আসেননি।* *মোবাইল আপস....* *আমরা তাঁর মুখোমুখী হবো। তার আগে আমরা কথা বলতে চাই একজন আইনজীবীর সাথে। আদালতে আত্মসমর্পনের সময় আসামির পরিচয় নিশ্চিত হতে জাতীয় পরিচয়পত্র না দেখার বিষয়টিকে মহা প্রতারনা বলে আখ্যা দিলেন এই আইনজীবী।* *সট::: সৈয়দ মামুন মাহবুব, আইনজীবী, সুপ্রিমকোর্ট* *এটি তো মানে বিশুদ্ধভাষায় আইনের ভাষায় প্রতারনা। এবং প্রতারনার হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়। কারন এটি আদালতের সঙ্গেও প্রতারনা করা।* *এরই মধ্যে গাজীপুর থেকে খবর এলো, অচেনা সেই ব্যক্তির বাসার ঠিকানা জানতে পেরেছেন-সেই দোকানদার। আমরা আবারো ছুটে যাই, গাজীপুরের দিকে।* *এখানে এসে জানা গেল, সেই কবিরুল হচ্ছেন, সেই অচেনা ব্যক্তির ছোট ভাই। কবির গার্মেন্টস কর্মী। আর সেই অচেনা ব্যক্তির আসল নাম-মিরাজুল ইসলাম। পেশায় তিনি ভ্যান চালক। আর তাদের বড় ভাই অটো চালক মাজহারুল।* *মিউজিক....* *ঠিকানা অনুযায়ী আমরা হাজির হয়ে যাই, মিরাজুলদের বাড়িতে।* *এম্বিয়েন্ট....* *বাড়িতে মিরাজুলকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল, তাঁর বড় ভাই মাজহারুলকে। যার নাম আমরা জেলে থাকা নাজমুলের নথিতে দেখতে পেয়েছি।* *সট:::: মাজহারুল,* *রিপোর্টার- মিরাজ কি করে?* *মাঝহারুল- চাকরি করে।* *রিপোর্টার- কোথায়?* *মাঝহারুল- ওই আপনের গাড়ী চালায়। ভেন গাড়ী আছে না? ওই ভেন গাড়ীর,,,,* *রিপোর্টার- ভেন গাড়ী চালায়? কোথায়?* *মাঝহারুল- ওই তো গাড়ীর টিপ মারতাছে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিপোর্টার- টিপ মারতাছে? আর ইয়ে? *মাঝহারুল - অরা সবাই অফিসে।* *রিপোর্টার- কখন আসবে?* *মাঝহারুল- কখন আসবে বলতে পারলাম না।* *রিপোর্টার- আপনার মা থাকে কোন রুমে?* *মাঝহারুল - এই রুমে।* *রিপোর্টার-এই রুমে থাকে? মা কখন আসবে?* *মাঝহারুল-উনি তো অফিসে। এইতা বলতে পারি না কখন ছুটি দেয়।* *রিপোর্টার- কোন অফিসে?* *মাঝহারুল-কুরিয়ানে।* *তাঁদের মা রাজিয়া বেগমও একটি গার্মেন্টসে কাজ করেন। আমরা তাঁর মায়ের সাথে কথা বলতে সেই গার্মেন্টসে হাজির হই। আমরা আসার আগেই গার্মেন্টস ছুটি হয়ে যায়।* *মিউজিক...* *আমরা আবারো সেই বাড়িতে। দেখা হয়ে গেল, মিরাজুলের মায়ের সাথে।* *সট::: মা* *রিপোর্টার- আপনার ছেলে যে আগস্ট মাসে মাঝখানে ১০ দিন জেলে ছিলো। আপনাদের তো অনেক টাকা পয়সা দেয়ার কথা ছিলো। দিছে?* *মিরাজুলের মা- আমি আপনার লগে মিথ্যা কথা কমু না, আমি সঠিক জানি না* *রিপোর্টার- মাঝখানে যে ১০ দিন ছিলো না তখন জানেন না যে কোথায় ছিলো?* *মিরাজুলের মা- ১০ দিন এমনে..... নাই নাতো মোবাইল। না জানলে পরে খালি মাইনসের তে একটা মিস করি তার বন্ধুর লগে গেছে। এখন আপনে যদি আমারে যেইডা কইবেন, এইডাই তো আমার বিশ্বাস করা লাগবো না? এখন আপনে যদি গোপন তথ্য না কন এখন আমি কি জানবাম?* *রিপোর্টার- একটা বাংলালিংক নাম্বার ওইটা কার নাম্বার?* *মিরাজুলের মা- ঐডা, মোবাইলের ব্যপারে আমি কিছু বুজি না।* *রিপোর্টার- ২৯ লাস্টে ওইটা কার?* *মিরাজুলের মা- ওইডা ছোডডা। এই একটা মোবাইল চালায়*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ছোডডা। বেইচ্চা লাইছি, বেইচ্চা রুম ভাড়া দিছি। *রিপোর্টার- মোবাইল বিক্রি করে টাকা দিছেন?* *মিরাজুলের মা-হ,* *রিপোর্টার- মানে আপনাদের এই অবস্থা?* *মিরাজুলের মা-হ,,* *এই দরিদ্র পরিবারকে-ই টার্গেট করেন নাজমুল হাসান। ছেলে মিরাজকে জেল থেকে বের করতে তাঁদের উল্টো টাকা খরচ হয়ে যায়।* *সট::: মা* *রিপোর্টার- ছেলে এখন কি করে?* *মিরাজুলের মা- যেই সময় যেইটা পায় হেইডাই করে।* *রিপোর্টার- এখন আছে? এখন কোথায়?* *মিরাজুলের মা- কাজো।* *রিপোর্টার- এখন আসবে?* *মিরাজুলের মা- এখন আরও আসবো? আইতে আইতে ১০টা ১১টা বাজবো। পরের কাম জানেন, আপনার নাম্বার দিয়া যান। আপনে জানাইছেন আমারে, আমি জাইন্না আমি আপনাগরে জানামু।* *আজও আমরা মিরাজুলের দেখা পাইনি। তবে তাঁর মা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন মিরাজুল আমাদের সাথে দেখা করবেন।* *আমরা আবারো ঢাকা আইনজীবী সমিতি ভবনে। দেখা করতে চাই, নাজমুলের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে। তাঁর কাছে জানতে হবে-কীভাবে নাজমুলের পরিবর্তে মিরাজুল আত্মসমর্পন করেছেন।* *সট::: নজরুল ইসলাম* *রিপোর্টার- এই হচ্ছে আসামী।* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- হইতে পারে সে অন্য কোন মামলার আসামী।* *রিপোর্টার-না এই মামলারি* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- এখন ইদানিং সমস্ত মামলাই সাইনডা নেয়ার আগে ভোটার কার্ড উপস্থাপন করতে হয়।* *রিপোর্টার- ভোটার আইডি কার্ড নিছিলেন?* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- অবশ্যই। ভোটার আইডি কার্ড ছাড়া তো সাইনদা নেয়ই না।* *রিপোর্টার- আসামীর আত্মসমর্পন তো আপনি করাইছেন?* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- হ্যা লইয়ার যেহেতু আমি*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অবশ্যই আত্মসমর্পন আমি করাইছি। *রিপোর্টার- যেই আইডি কার্ডটা জমা নিছিলেন সেই আইডি কার্ডটা নিশ্চয়ই আছে?* *সৈয়দ আত্মসমর্পন ইসলাম (উকিল)- রেকর্ডেই আছে।* *রিপোর্টার- সেটাই। কিন্তু* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- আপনি রেকর্ডে গিয়ে চেক করেন।* *রিপোর্টার- আমি দেখে আসছি আইডি কার্ড নাই। এইযে, কারাগারের যে রেকর্ডটা...* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- ঐটা তো আমরা বলার তো ক্ষমতা নাই।* *রিপোর্টার- আমি বলছি,* *সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উকিল)- একচুয়ালি, আপনি বলতে পারেন। এইটা জবাব দেয়ার মতো ক্ষমতা আমার নাই।* *লিঙ্ক:::৪।* *দেখা করে আসার পর নাজমুলের আইনজীবী আমাদের আবারো ফোন করেছিলেন। জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে পারেননি। জানিয়েছেন, যেদিন আত্মসমর্পনের ঘটনা ঘটেছে, সেদিন তিনি আদালতে ছিলেন-ই না। সেদিন আদালতে ছিলেন তাঁরই একজন জুনিয়র। যাই হোক, আমরা মিরাজুলকে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসতে চাই। আনবো তবে আরো একটা বিরতির পর।* *বিরতি-২* *লিঙ্ক:: ৫।* *এখন আমাদের কাছে পুরো ঘটনা পরিষ্কার। শুধু বাকি- মিরাজুলের দেখা পাওয়া। দীর্ঘ অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, আসামি নাজমুল হাসান আদতে জেলে প্রবেশই করেননি। তার নাম নিয়ে ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট আত্মসমর্পনের পর মৌখিক চুক্তিতে জেল খাটেন মিরাজ। এমনকি তাদের দু'জনের বয়সের পার্থক্যও ১০ বছর। নাজমুলের বয়স ৩৩ হলেও, মিরাজের বয়স মাত্র ২৩। আমাদের কাছে একটা খবর এসেছে। যেখানে গেলে হয়তো মিরাজুলের দেখা পাওয়া যেতেও পারে।* *ভয়েসওভার:::* *এখনই হয়তো পেয়ে যাবো, মিরাজুলকে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সট::: মিরাজুল ইসলাম *রিপোর্টার- এটা আপনি?* *মিরাজুল-জী* *রিপোর্টার- কোথায় ছিলেন?* *মিরাজুল- জেলখানায়।* *রিপোর্টার- কতদিন ছিলেন?* *মিরাজুল-১১ দিন।* *রিপোর্টার- কি মামলায় গেছেন?* *মিরাজুল- ফেন্সির মামলা মাদক।* *রিপোর্টার- আপনি কি আসামী ছিলেন?* *মিরাজুল-জী* *রিপোর্টার- আপনার নাম কি নাজমুল?* *মিরাজুল-জী না। আমার নাম মেরাজুল।* *তার মানে, নাজমুলের কার্বন কপি হয়ে জেলে ঢুকেছিল মিরাজুল।* *রিপোর্টার- জেলে গেছেন কেন?* *মিরাজুল- জেলে,, আমাকে বলছে সে বাড়ি গাড়ি কইরা দিব, আমার লাইফ সেট কইরা দিবো তার জন্য আমি জেল খাটতাম।* *রিপোর্টার- কে বলছে?* *মিরাজুল-নাজমুল হাসান আর ফরিদে। আমি দিন আনি দিন খাই।* *রিপোর্টার- দিছে সেট করে?* *মিরাজুল-দেয় নাই।* *রিপর্টার- কি দিছে?* *মিরাজুল-এক লাখ টাকা দিছে।* *সেই টাকায় অভাব পূরণ হয়নি নাজমুলের পরিবারের।* *এবার আমরা কারাগারে থাকা সনাক্তকরন চিহ্নগুলো মেলাতে থাকি।* *রিপোর্টার-হাতের বাম পাশে, আপনার হাতের বাম পাশে কাটা দাগ আছে?* *মিরাজুল- (চিহ্ন দেখিয়ে) এই যে।* *রিপোর্টার- গলায় কি তিল আছে?* *মিরাজুল- (চিহ্ন দেখিয়ে) এই যে।* *কারাগারের তথ্যের সাথে সবকিছুর মিল পাওয়া গেল। এবার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এক এক করে সব তথ্য ফাঁস করতে থাকলেন মিরাজুল। *রিপোর্টার-উকিলের নাম কি?* *মিরাজুল- আমি এইসব স্যার জানি না। কিলাইগা ওরা কারে দিয়া করাইছে না করাইছে।* *রিপোর্টার- উকিলরে দেখলে চিনবেন? ছবি দেখাইলে?* *মিরাজুল-হ, উকিল এমনে দাঁড়ি আছে বয়স্ক। বিএনপির উকিল বলে সে। ছবিডা দেখলে চিনতে পারবো হয়তো যদি।* *রিপোর্টার- এই আইনজীবী কিনা?* *মিরাজুল-হ্যা, এই সে।* *রিপোর্টার- এই আইনজীবী কি বলছে?* *মিরাজুল- এই আইনজীবী বলছে যে, তুমি থাকো কোন চিন্তা করবা না। বেশি দিন না অল্প কয়ডা দিন। মনে করো, থাকবা খাইবা ভিআইপি থাকবা।* *গরিব ঘরের ছেলে হয়েও মিরাজ ছিলেন কারাগারের ভিআইপি সেলে।* *মিরাজুল- হসপিটালে ছিলাম।* *রিপোর্টার- হসপিতালে ছিলেন? কোন হসপিটালে?* *মিরাজুল- জলসিড়ি দুই আর দুয়ে* *রিপোর্টার- জলসিড়ি দুই আর দুয়ে হসপিটালে? ভিআইপি ওইটা?* *মিরাজুল-একটা বেড দিছিলো।* *রিপোর্টার- হ্যা* *মিরাজুল- টিভি আছে,* *রিপোর্টার- তাই?* *মিরাজুল- খাইতাম, দেখতাম টিভি দেখতাম ঘুরতাম।* *এবার দেখা যাক, মিরাজ নাজমুলকে শণাক্ত করতে পারেন কি না?* *মিরাজুল- এইডা নাজমুল হাসান, এইডা ফরিদ আহাম্মেদ।* *রিপোর্টার- কে* *মিরাজুল-ফরিদ* *রিপোর্টার- জেলে ঢুকাইছে কে আপনাকে?* *মিরাজুল- ওরা, ওর নামে মামলা ছিলো, ও সহকারী। ওরা দুনজনে মিলাই আমারে পাডাইছে।* *রিপোর্টার- কে আপনাকে প্রথম নাজমুলের সাথে পরিচয়*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করাইছে? *মিরাজুল-ফরিদ।* *এই ফরিদ হচ্ছেন, নাজমুলের ডান হাত। নাজমুলের হয়ে সব কাজ করেন ফরিদ। মিরাজকে ঠিক করেছিলেন-এই ফরিদ-ই। এবার আমরা ফরিদের মুখোমুখী।* *রিপোর্টার- আপনি নাকি ওকে ফোন দিয়ে ওই যে নাজমুল ভাইয়েরে পরিবর্তে জেল খাটাইছেন?* *ফরিদ-না* *রিপোর্টার- মিরাজুল তো একদম আপনার কথাই বলল।* *ফরিদ-না, এইরকম নামের তো আমি কাউকে চিনি না।* *রিপোর্টার- ওর বাংলালিংক নাম্বার থেকে আপনার সাথে কথা হইছে। বেশ কয়েকবার। একবার দুইবার না।* *ফরিদ-হুম হইতে পারে।* *রিপোর্টার- ওকে আপনি চিনেননা বলতেছেন যে?* *ফরিদ- অন্যজনের সাথে কথা হইতে পারে।* *রিপোর্টার- আপনার নাম্বার দিয়ে যদি কেউ কথা বলে সেই দায় কার?* *ফরিদ-দায় আমার।* *রিপোর্টার- কে কথা বলতে পারে আপনার নাম্বার দিয়ে? যে জেল খাটছে নাজমুল হাসানের পরিবর্তে?* *ফরিদ- এখন হইছে, এইডা হইছে আপনে হইছে ভাই সবচেয়ে ভালো হইছে মানে অর সাথে* *হইছে কথা বললে আপনে হইছে ওইডা হইছে ভালো জানবেন।* *রিপোর্টার- আমি ওর সাথে কথা বলছি। ওর সাথে কথা বলেই আমি এখানে আসছি।* *ফরিদ-ঠিক আছে, নাজমুলের সাথে কথা বললে আপনে হইছে জানতে পারবেন।* *রিপোর্টার- নাজমুল ভাই কি জেল খাটছে কখনো?* *ফরিদ- (চুপ)* *আসামি নাজমুলের বক্তব্য নিতে আমরা হাজির হই, তাঁর উত্তরার বাসাতে।* *রিপোর্টার- আসসালামু আলাইকুম। নাজমুল ভাইয়ের বাসা কয়তালায়?* *দারোয়ান- জী?*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিপোর্টার- নাজমুল ভাই? *দারোয়ান- কইত্তে আইছেন?* *রিপোর্টার- যমুনা টিভি থেকে।* *দারোয়ান- এ্যা?* *রিপোর্টার- যমুনা টিভি।* *দারোয়ান- যমুনা টিভি? বসেন।* *(টেলিফোনে দারোয়ান- যমুনা টিভি থেইকা লোক আইছে)* *আপস...* *তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি দেখা গেলেও দারোয়ানের দাবি-তিনি বাসাতে নেই।* *আপস...* *এবার তাঁর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলা চেষ্টা।* *আপস.... (ফোন ধরেনি)* *এই ঘটনায় নাজমুলের আইনজীবী কোনভাবেই দায় এড়াতে পারেন কি? জানতে আমরা হাজির হই, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ মোখলেসুর রহমান বাদলের সামনে।* *সট::: মোঃ মোখলেসুর রহমান, চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল* *আমাদের কাছে যদি কোন অভিযোগ আসে। সেইক্ষেত্রে আমরা সেইগুলো অত্যন্ত সুক্ষভাবে, সুন্দরভাবে। সাক্ষীর মাধ্যমে আমাদের ঘটনার প্রমান হওয়ার পর। আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করি। তাকে সানপেন্ড করা হয় অথবা তার সনদ পুরোপুরি বাতিল করেও দেয়া হয়।* *আইনজীবীরা বলছেন, এমন ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবাইকে দোষীসাব্যস্ত করে, জেলে পাঠানো উচিত।* *সট::: মামুন মাহবুব* *কোর্টের সঙ্গে জালিয়াতি। এগুলোর প্রসেডিং মাস্ট অবশ্যই চালু করতে হবে। এগুলো চালু করে দ্রুত বিচার করে রায় দিয়ে তাদেরকে কারাঅভ্যন্তরে না রাখা পর্যন্ত না পাঠানো পর্যন্ত এগুলো কিন্তু চলবে।* *আমরা মূল আসামি নাজমুলের কথা শুনতে চাই। তার আগে এমন আরো একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সিলেটে ২০১৭ সালে অনুসন্ধানে নেমে টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বের করেছিল,*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ইকবাল হোসেন বকুলের বদলি জেল খাটছিলেন-ট্রাক চালক রিপন আহমদ ভুট্টো। টাকার বিনিময়ে তিনি স্বেচ্ছায় বকুলের নামে আদালতে আত্মসমর্পন করেছিলেন। *সট::: রিপন আহমদ ভুট্টো* *রিপন- হ্যা এই লোক* *রিপোর্টার- এই লোক কি বলছে?* *রিপন- এই লোক বলছে, আমরা আইনের লোক আপনি দস্তখত করেন। আমাকে বলছে যে আপনি যান পরে বাহির হইলে বিদেশ টিদেশ যাওয়ার চাইলে আমরা বিদেশ নিমু। কিন্তু রিপন যখন আর জামিন পাচ্ছিলেন না, তখন-ই ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রির অনুসন্ধানের পর শুরু হয়-বিচার বিভাগীয় তদন্ত। এরপর ঘটনা প্রমাণ হলে বাতিল হয়ে যায়-সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের সনদ। নতুন করে মামলায় জেলও হয় জড়িতদের।* *বকুল যেমন রিপনকে জেলে ঢুকিয়ে সৌদি আরবে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তেমনি মিরাজুলের সাথেও মৌখিক চুক্তি ভঙ্গ করেছেন মাদক মামলার আসামি নাজমুলও।* *বদলি জেল খাটার বিনিময় চাইতে গিয়ে মিরাজ উল্টো মামলার শিকার হন আরেক দফা। আবারও জেলে যেতে হয়েছে মিরাজকে।* *মিরাজুল- ফরিদের এখানে দেখা করতে গেছি। এক ফান্দে পইরা পরে ৫০ পিস ইয়াবার মামলা খাইয়া লাইছি। আবার জেলে। পরে ৩০ দিন থাইকা আইছি। অরা এই কাজটা করতে পারে হয়তো আমাকে টাকা দিতে হইবো। আবার ভিতরে পাঠাই দেই, তাইলে আমার আশেপাশে আইতে পারবো না।* *এত অপরাধ করেও ধরা-ছোয়ার বাইরে নাজমুল। তাঁর খোঁজে এবার আমরা কামাড়পাড়া বাজারে। যে বাজরটিও গড়ে তোলা হয়, রাজউকের প্লট দখল করে। এমনকি সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদনও নেই এই বাজারের। প্রতিদিন এখান থেকেই চাঁদা তোলা হয় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা।* *বাজারে প্রবেশ করতেই আমাদের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রেখেছেন নাজমুলের লোকজন।* *বাজারের ভেতরের এই কক্ষের ভেতরই নাজমুলের টর্চার সেল। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বললেই এখানে এনে নির্যাতন করে নাজমুল বাহিনী।* *(নাজমুলের লোক)- আমার এই যে এইদাই কথা ছিলো যে,*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বসের অনুমতি নিয়া প্রত্যেক দোকানে দোকানে জিগান সমস্যা নাই। *কিন্তু এখানেও নাজমুল নেই।* *আমরা দীর্ঘ ১০ দিন ধরেও যখন নাজমুলের বক্তব্য পাচ্ছিলাম না, তখন নিজ থেকেই ফোন দিয়ে বসলেন নাজমুল।* *রিপোর্টার- আপনি কোথায় এখন?* *নাজমুল- আমি ভাই একটু দেশের বাইরে আসছি। মালদ্বীপ আসছি ভাই।* *রিপোর্টার- কবে গেলেন?* *নাজমুল- গতকালকে আসছি। আমি কিন্তু আগেই বুঝতে পারছি আপনি যতকিছুই হোক আপনি নিউজ করবেন।* *এবার একটি ভিডিও পাঠিয়ে উল্টো আমাদের হুমকি দিলেন নাজমুল।* *নাজমুল-মিরাজুলকে আপনারা মাইরধইর কইরা স্বীকারোক্তি নিছেন। মিরাজুল স্টেটম্যান্ট দিছে। মিরাজুল তো মামলা করবে আপনাদের নামে। এটা নিয়া তো আমিও কাজ করতেছি।* *রিপোর্টার- আপনারা স্বীকারোক্তি নিছেন।* *নাজমুল-আপনেরা আমার এতো বড় ক্ষতি করছেন।* *রিপোর্টার- মিরাজুলকে আপনি কোথায় পাইছেন?* *নাজমুল-মিরাজুলকে আমি সামহাও আমি যখন নিউজ পাইছি নিউজ দেখছি তখন আমি খুইজা বের করছি অরে।* *রিপোর্টার- আমি খুজতে দুইমাস লাগলো আপনারা একদিনে কেমনে পাইলেন সেটা বলেন তো?* *নাজমুল- ভাই আপনার থেইকা আমার নেটওয়ার্ক ইস্ট্রং হইতে পারে না?* *যমুনা টেলিভিশনে সংবাদ প্রচারের পর মিরাজুলের কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি নেয়া হয়।* *অজ্ঞাত- আচ্ছা আপনাদের যারা ধইরা নিছিলো আপনি কি তাদেরকে চিনেন?* *মিরাজুল- হ্যা, দেখলে চিনবো।* *অজ্ঞাত- দেখেন তো এই লোক ছিলো কিনা?* *মিরাজুল- হ্যা, এই লোক ছিলো। মাইরধইর করার পরে, আমারে পরে ছাড়ার পর ছাইড়া দিয়া কয় সাংবাদিক।* *দর্শকদের ওপর ছেড়ে দিতে চাই। মিরাজুলের কোন বক্তব্যটা ঠিক। এবার ফরিদের বিষয়ে জানতে চাই, নাজমুলের কাছ থেকে।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিপোর্টার-ফরিদ কি হয় আপনার? *নাজমুল- আমার এলাকার পরিচিত আমার এক ভাই আরকি।* *রিপোর্টার-আপনার কাজিন হয় না?* *নাজমুল-না কাজিন ঐভাবে না।* *ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কিছু তথ্য তুলে ধরে বেশ কিছু প্রশ্ন করতে থাকি, নাজমুলকে।* *রিপোর্টার- কারাগারের ভলিয়ম বই কি ভুল?* *নাজমুল-ভাই, কারাগারের বিষয়গুলা আমি এখনো তালগোল পাকাই ফেলাইতাছি।* *রিপোর্টার- আপনি বলতে চাচ্ছেন কারা কর্তৃপক্ষ এটার সাথে জড়িত যে ছবি চেঞ্জ করছে আপনার?* *নাজমুল- হইতে পারে ভাই। টাকা পয়সা দিয়ে তো অনেক কিছুই সম্ভব।* *রিপোর্টার- এটা কিভাবে সম্ভব?* *নাজমুল- যমুনারে দিয়াই সম্ভব ভাই।* *৯ থেকে ২০ আগস্ট জেলে ছিলেন নাজমুল। তাহলে ১৯ আগস্ট নাজমুলের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ছবি আপলোড করলো কে?* *নাজমুল- আমার ফেইজবুক আমার ওয়াইফ চালায় ভাই।* *এবার বেশ কিছু প্রশ্ন শুনে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন নাজমুল।* *নাজমুল- যে অবস্থা করছেন ভাই আমার তো মনে হয় দেশে আসা হবে না ভাই।* *রিপোর্টার- কেন ভাই কই থাকবেন?* *নাজমুল- এখন বিদেশ আইসা পরছি এখন যদি সাজা হয় আমি তো সাজা খাটতে পারমু না ভাই।* *রিপোর্টার- দুইতা প্রশ্ন করি। মাঝহারুল কে?* *নাজমুল-মাঝহারুল সম্ভবত মিরাজুলের ভাইয়ের নাম বলতেছেন আপনে।* *রিপোর্টার- কার ভাই?* *নাজমুল-মিরাজুল।* *রিপোর্টার- মিরাজুলের ভাইয়ের নাম ঐখানে কেন?* *নাজমুল-ভাই?* *রিপোর্টার- রোকেয়া কার নাম?* *নাজমুল- রোকেয়া? চিনি না ভাই?*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিপোর্টার- এটা হচ্ছে মিরাজুলের খালার নাম। কিন্তু ঐখানে এন্ট্রী করা। আপনি কোন সেলে ছিলেন বলেন তো? *নাজমুল- সাব সেলে।* *রিপোর্টার- সাব সেলে?* *নাজমুল-হ্যা।* *রিপোর্টার- ওই সাব সেলের নামও আছে। নামটা বলতে পারবেন?* *নাজমুল-ভাই, হ্যালো।* *রিপোর্টার- ওই সেলের নামটা বলতে পারবেন? একটা বেড নাম্বার আছে। বলতে পারবেন কতনবার বেড এবং কোন সেলে ছিলেন?* *নাজমুল-হ্যা বলতে পারবো। আমি সামনাসামনি বলবো। আপনাকে এতো কথা তো আমি ফোনে আসলে বলতে চাইতেছিনা। যদি আপনাকে টিকিট পাঠাই আপনি আসবেন কিনা মালদ্বীপে?* *রিপোর্টার- মালদ্বীপ গিয়ে আমি কি করবো ভাই?* *নাজমুল- আমরা দুই ভাইয়ে একটু কথা বলবো।* *রিপোর্টার- ভাই এটা আমার দ্বারা সম্ভব না।* *নাজমুল- আচ্ছা ঠিক আছে ভাই।* *এন্ডিংলিঙ্ক:::৬।* *এরই মধ্যে আমাদের অনুসন্ধানকে আমলে নিয়ে উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, পুরো ঘটনা তদন্তের। হাজির হতে বলেছেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে। জানতে চেয়েছেন, মূল আসামি জেলে ছিলেন কিনা? আর এরই মধ্যে সপরিবারে মালদ্বীপ চলে গেছেন নাজমুল। এ ঘটনার পর থেকে আমাদের কাছে আসতে থাকে নাজমুলের অপকর্মের শত শত অভিযোগ। নাজমুল বাহিনীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে চায়-পুরো উত্তরাবাসী। দর্শক..* বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামা এবং উক্ত হলফনামার সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলাম। বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ, বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ এবং বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস. এম, শাহজাহান এর বক্তব্য শ্রবণ করলাম। নথী পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, আপীলকারী আসামী নাজমুল হাসান কর্তৃক বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.২০২৩ তারিখে জনাব মোহাম্মদ মোরশেদ আলম বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৮ম আদালত, ঢাকায় আত্মসমর্পণের নিমিত্তে যে দরখাস্ত দাখিল করেছিলেন উক্ত দরখাস্তে তার কর্তৃক প্রদত্ত স্বাক্ষরের সহিত আপীলকারী নামজুল হাসান (কয়েদী নং-৭৭১৯/এ) কর্তৃক প্রদত্ত ওকালতনামার স্বাক্ষর (যা বিগত ইংরেজী ১০.০৮.২০২৩ তারিখে সৈয়দ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হাসান আলী, ডেপুটি জেলার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ কর্তৃক সত্যায়িত) সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সার্বিক পর্যালোচনায় এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের লিখিত বক্তব্য আবশ্যক। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে নিম্ন বর্নিত ব্যক্তিগণকে এতদ্‌বিষয়ে তাদের লিখিত বক্তব্য প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করা হলো। **আদেশ নং- ১ঃ** বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.২০২৩ তারিখে অত্র আসামী-আপীলকারী নাজমুল হাসানের আত্মসমর্পনের দরখাস্ত শুনানীর সময়ে কি প্রক্রিয়ায় আসামী-আপীলকারী নাজমুল হাসান এর পরিচিতি তথা Identity সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তথা নির্ধারণ করেছেন তৎবিষয়ে লিখিত বক্তব্য হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র আদালতে অত্র আদেশ প্রদানের পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম, বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ঢাকাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আদেশ নং- ২ঃ** বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.২০২৩ তারিখে অত্র আসামী-আপীলকারী নাজমুল হাসানকে গ্রহণ করার সময় কি প্রক্রিয়ায় তার পরিচিতি তথা Identity সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তথা নির্ধারণ করেছেন এবং গ্রহণের সময় তোলা আসামী-আপীলকারী নাজমুল হাসান এর ছবি, হাতের ছাপ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত বক্তব্য হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র আদালতে অত্র আদেশ প্রদানের পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে জেল সুপার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আদেশ নং- ৩ঃ** অত্র আপীলকারীর ওকালতনামা দৃষ্টে দেখা যায় যে, তার ওকালতনামাটি সত্যায়িত করেছেন জনাব সৈয়দ হাসেম আলী, ডেপুটি জেলার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা। উপরিল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র আদালতে অত্র আদেশ প্রদানের পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে জনাব সৈয়দ হাসেম আলী, ডেপুটি জেলার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আদেশ নং- ৪ঃ** উপরিল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র আদালতে অত্র আদেশ প্রদানের পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে ঢাকা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ এডভোকেট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঠিকান- ২০৫, ঢাকা বার আইনজীবী সমিতিকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **আদেশ নং- ৫ঃ** উপরিল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র আদালতে অত্র আদেশ প্রদানের পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে ঢাকা আইনজীবী সমিতির বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব আরিফুল ইসলাম (সদস্য নং- ২২১৯৭), ঠিকানা- ২০৫, ঢাকা বার এসোসিয়েশন বিল্ডিং, ঢাকা মোবাইল নং- ০১৯২২-১৭৯৬০৬-কে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আদেশ নং- ৬ঃ উপরিল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র আদালতে অত্র আদেশ প্রদানের পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে অত্র আপীলকারী নাজমুল হাসানকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র আদেশ অতি দ্রুততার সহিত আদেশে বর্ণিত ব্যক্তিদেরকে অফিসের খরচে বিশেষ বাহকের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

পরবর্তী তারিখ ইংরেজী ০৭.০৫.২০২৪ আদেশের জন্য।"

উপরিল্লিখিত আদেশের প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা, সুভাষ কুমার ঘোষ, সিনিয়র জেল সুপার (ভারপ্রাপ্ত) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ সৈয়দ হাসান আলী, ডেপুটি জেলার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ, বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আরিফুল ইসলাম এবং বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক হলফনামা দাখিল করা হয়। যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

AFFIDAVIT OF SUVAS KUMAR GHOSE, SENIOR JAIL SUPER IN-CHARGE), DHAKA CENTRAL JAIL. KERANIGONJ REGARDING STATEMENT IN RELEASING THE CONVICT APPELLANT MD. NAZMUL HASAN AS PER BAIL ORDER.

I, Suvas Kumar Ghose, son of Surja Kanta Ghose and Josna Rani Ghose, of village- Saterkandi, Post Office-Baldiata Bazar-1997, Police Station- Dhanbari, District- Tangail, aged about-50 years, by Religion-Hindu, by Profession- Govt. Service, by Nationality-Bangladeshi and NID No. 5967771287, do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1. That I am the deponent of this affidavit, being aware of the order dated 24.04.2024 passed by the High Court Division in the above Criminal Appeal which was received on 05.05.2024 and acquainted with the facts stated in the order regarding released of the appellant Md. Nazmul Hasan and as such I am competent to swear this affidavit.

2. That it is stated that the deponent is the Senior Jail Superintendent (in-charge) of Dhaka Central Jail, Keranigonj and he is performing his function properly with concerned.

3. That the Dhaka Central Jail authority with concerned

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		officers received the received the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan through warrant of sentence on 09.08.2023, who was produced by the court's police on the basis of conviction and sentence of 7 (seven) years passed in Metropolitan Session Case No.7461 of 2021. The warrant of sentence was signed by learned Additional Metropolitan Sessions Judge, 8th Court, Dhaka. At the time of receiving the convict appellant, he was asked to say his name, father name and address and in reply his name, father's name was found correct and true with warrant of sentence stated therein as per section 498 of Jail Code. After completion all formalities the convict appellant was sent in jail. Thereafter his photo was taken and his height, body colour, weight and several spot on his body were recorded in the concerned registrar in order to avoid wrong release. During staying in jail the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan was tested wherein he disclosed his name, father's name and address stated in the warrant of sentence and he bears prisoner No. 7719/A. Photocopies of the warrant of sentence of Md. Nazmul Hasan, released order, bail order dated 16.08.2023 and registered page are ***annexed herewith and marked as ANNEXURE-"A, A-1, A-2 and A-3A-4 and A-5"*** *4. That on 10.08.2023 a vokalatnama in the name of of convict Md. Nazmul Hasan was received by Jail Office and accordingly he was called in to execute the vokalatnama, at that time on interrogation he admitted his name and address given the vokalatnama and he duly executed the same and accordingly the vokalatnama was attested by Mr. Syed Hasan Ali, Deputy Jailor.* *5. That subsequently the Dhaka Central Jail office on 20.08.2023 received the bail order of the High Court Division passed in Criminal Appeal No. 7737 of 2023 and released order dated 09.08.2023 issued by Additional Metropolitan Sessions Judge (in-charge), 8th Court, Dhaka and on perusal of the bail order and released order with the concerned record of the Jail Office by Deputy Jailor and Jail Super and then the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan was released on bail, but no one informed the Jail Authority by any way that the released person is not the convict appellant of the case, as such this deponent committed no illegality, irregularity as per jail code.* *6. That the statements made are above are true to my*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		knowledge and believe. *Prepared in my Office* ***AN AFFIDAVIT OF FACTS ON BEHALF OF THE ADVOCATE MD. ARIFUL ISLAM IN PERSON*** *I, Md. Ariful Islam, Son of- Md. Nazim Uddin and Mahmuda Akter, of Village- Arjun Nalai, Post Office- Ganggutia-1800, Police Station- Dhamrai, District- Dhaka, aged about- 33 years, by profession: Lawyer, by faith of Muslim, National ID No. 7317883911, by Nationality- Bangladeshi by birth do hereby solemnly affirm and as follows:-* *1. That the instant deponent enrolled as an advocate on 23.12.2018 of the Bangladesh Bar Council and he joined Dhaka Bar Association and he is a regular practicsetioner before the learned Judge Court, Dhaka. Thereafter he was enrolled as an Advocate of the Supreme Court of Bangladesh . (High Court Division) on 13.08.2022.* *2. That it is stated that an order passed by a Signal Bench of the Hon'ble High Court Division on 24.04.2024 and I received the order on 05.05.2024. Then I submit this affidavit of facts by instruction from the Hon'ble High Court Division.* *3. That it is stated that Mr. Md. Nazmul Hasan came to my chamber for discussion about a criminal case after pronouncement of judgment on 04.07.2023. Mr. Md. Nazmul Hasan convicted in Uttara Paschim Police Station Case No. 04 dated 08.08.2020 under tables 14(Kha), 19(Ka) of sections 36(1) and 26(1) of the Madak Drabbya Niyantran Ain, 2018 and sentenced him to suffer rigorous imprisonment for 07 (seven) years and to pay a fine of Tk. 10,000/- (ten thousand) in default to suffer simple imprisonment for 03 (three) months more.* *4. That it is stated that after discussion with Mr. Md. Nazmul Hasan I adviced him immediately surrendered before the learned Trial Court. Thereafter, Mr. Md. Nazmul Hasan was voluntarily surrendered on 09.08.2023 with a surrendered application, Wokalatnama and NID Card before the learned Judge of the Mohammad Morshed Alam Additional Metropolitan Session Judge, 8th Court (In-charge), Dhaka in Metro: Sessions Case No. 7461 of 2021 arising out of Uttara Paschim Police Station Case No. 04 dated 08.08.2020*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		convicting the convict appellant under Table 14(Kha) of Section 36(1) of the Madok Drabbya Niontron Ain, 2018. Thereafter the learned Court rejected the surrendered application and send him in jail. custody on same date. At the time of surrendered I proper identified Mr. Md. Nazmul Hasan with his National ID Card. The surrendered application seen by the learned concern Public Prosecutor. *5. That it is submitted that if anything is found beyond my knowledge, then I beg unconditional apology before this Hon'ble Court as I was aware on any such false or wrong personation in the said fact.* *6. That the statements made in paragraph No. 1 to 05 is true to my knowledge and belief and the rest are submission of the learned advocate.* *Prepared in my Office* ***AN AFFIDAVIT OF FACTS ON BEHALF OF THE ADVOCATE SYED NAZRUL ISLAM IN PERSON*** *I, Syed Nazrul Islam, Son of- Syed Tofayel Uddin and Anowara Khanom, of House- Chairman Bari, of Village- Virinda, Post Office- Santanpara-1613, Police Station- Polash, District- Narsingdi, aged about- 49 years, by profession: Lawyer, by faith of Muslim, National ID No. 3262115938, by Nationality- Bangladeshi by birth do hereby solemnly affirm and as follows:-* *1. That the instant deponent enrolled as an advocate on 05.08.2003 of the Bangladesh Bar Council and he jointed Dhaka Bar Association on 20.08.2003 and he is a regular practicsetioner before the learned Judge Court, Dhaka. Thereafter he he was enrolled as an Advocate of the Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) on 13.08.2022.* *2. That it is stated that an order passed by a Single Bench of the Hon'ble High Court Division on 24.04.2024 and I received the order on 05.05.24. Then I submits affidavit of facts by instruction from the Hon'ble High Court Division.* *3. That it is stated that on 12.08.2020 one Mr. Md. Nazmul Hasan came to my chamber for discussion about a criminal case. After discussion with Mr. Md. Nazmul Hasan I collected the photocopies of the FIR and seizure list of Uttara Paschim Police Station Case No. 04 dated 08.08.2020 under tables 14(Kha), 19(Ka) of sections 36(1) and 26(1) of the Madak*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Drabbya Niyantran Ain, 2018. Thereafter I adviced to Mr. Md. Nazmul Hasan that you must surrender before the learned Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka as soon as possible. Then I submitted a surrendered application on 07.09.2020 with a Wokalatnama of the Dhaka Bar Association and NID before the learned Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka. After both side hearing the learned Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka granted bail of the accused namely Mr. Md. Nazmul Hasan and I furnished bail bound on behalf of accused before the learned Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka on same date. Thereafter the convict accused namely Md. Nazmul Hasan a number of date present before the learned Trial Court but Md. Nazmul Hasan several dates absent before the learned Trial Court and the learned Trial Court cancelled his bail and issued a warrant of arrest to the convict accused and the convict accused times was several times surrendered surrendered before the learned Trial Court and obtained bail and faced the trial before pronouncement of judgment on 04.07.2023. *4. That it is stated that at the time of convict accused surrendered before the pronouncement of judgment I am properly identified Mr. Md. Nazmul Hasan by his Trade License and Income Tax Certificate, rental deed etc.* *5. That it is stated that on 04.07.2023 the accused petitioner was absent before the learned Trial Court for his illness but the learned Trial Court pronouncement of judgment in absence of the convict accused and the learned Trial Court sentenced him to suffer rigorous imprisonment for 07 (seven) years and to pay a fine of Tk. 10,000/- (ten thousand) in default to suffer simple imprisonment for 03(three) months more.* *6. That it is stated that after pronouncement of judgment Mr. Md. Nazmul Hasan has not communicated with me and I am not aware about the facts and circumstances of the case which happened later on.* *7. That it is stated that after judgment he (Nazmul Hasan) never came to me and I don't know anything about the alleged incident. So long he was facing trial he duly communicated with me and I never asked anything wrong rather he himself was always present in the Court.* *8. That it is submitted that if anything is found beyond my knowledge, then I beg unconditional apology before this*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Hon'ble Court as I was aware of any such false or wrong personation in the said fact. *9. That the statements made in paragraph No. 1 to 08 is true to my knowledge and belief and the rest are submission of the learned advocate.* *Prepared in my Office* ***AFFIDAVIT OF SYED HASAN ALI, DEPUTY JAILOR, DHAKA CENTRAL JAIL, KERANIGONJ REGARDING STATEMENT IN RELEASING THE CONVICT APPELLANT MD. NAZMUL HASAN AS PER BAIL ORDER.*** *I, Syed Hasan Ali, son of Syed Abul Khair and Rezia Begum, of City College Road, Post Office- Narail, Police Station- Narail Sadar, District- Narail, aged about- 45 years, by Religion- Muslim, by Profession- Govt. Service, by Nationality- Bangladeshi and NID No. 5543004229, do hereby solemnly affirm and say as follows:-* *1. That I am the deponent of this affidavit, being aware of the order dated 24.04.2024 passed by the High Court Division in the above Criminal Appeal which was received on 05.05.2024 and acquainted with the facts stated in the order regarding released of the appellant Md. Nazmul Hasan and as such I am competent to swear this affidavit.* *2. That it is stated that the deponent is the Deputy Jailor of Dhaka Central Jail, Keranigonj and he is performing his function properly with satisfaction of the authority concerned.* *3. That the Dhaka Central Jail authority with concerned officers received the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan through warrant of sentence on 09.08.2023, who was produced by the court's police on the basis of conviction and sentence of 7 (seven) years passed in Metropolitan Session Case No. 7461 of 2021. The warrant of sentence was signed by learned Additional Metropolitan Sessions Judge, 8th Court, Dhaka. At the time of receiving the convict appellant, he was asked to say his name, father name and address and in reply his name, father's name was found correct and true with warrant of sentence stated therein as per section 498 of Jail Code. After completion all formalities the convict appellant was sent in jail. Thereafter his photo was taken and his height, body colour, weight and several spot on his body were recorded in the*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		concerned registrar. During staying in jail the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan was tested wherein he disclosed his name, father's name and address stated in the warrant of sentence and he bears prisoner No. 7719/A. *4. That on 10.08.2023 a vokalatnama in the name of convict Md. Nazmul Hasan was received by Jail Office and accordingly he was called in to execute the vokalatnama, at that time on interrogation he admitted his name and address given the vokalatnama and he duly executed the same and accordingly the vokalatnama was attested by Mr. Syed Hasan Ali, Deputy Jailor.* *5. That subsequently the Dhaka Central Jail office on 20.08.2023 received the bail order of the High Court Division passed in Criminal Appeal No. 7737 of 2023 and released order dated 09.08.2023 issued by Additional Metropolitan Sessions Judge (in-charge), 8th Court, Dhaka and on perusal of the bail order and released order with the concerned record of the Jail Office by Deputy Jailor and Jail Super and then the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan was released on bail, but no one informed the Jail Authority by any way that the released person is not the convict appellant of the case, as such this deponent committed no illegality, irregularity as per jail code.* *6. That the statements made are above are true to my knowledge and believe.* *Prepared in my Office* ***AFFIDAVIT OF SUVAS KUMAR GHOSE, SENIOR JAIL SUPER (IN-CHARGE), DHAKA CENTRAL JAIL. KERANIGONJ REGARDING STATEMENT IN RELEASING THE CONVICT APPELLANT MD. NAZMUL HASAN AS PER BAIL ORDER.*** *I, Suvas Kumar Ghose, son of Surja Kanta Ghose and Josna Rani Ghose, of village- Saterkandi, Post Office-Baldiata Bazar-1997, Police Station- Station- Dhanbari, District- Tangail, aged about 50 years, by Religion- Hindu, by Profession- Govt. Service, by Nationality- Bangladeshi and NID No. 5967771287, do hereby solemnly affirm and say as follows:-* *1. That I am the deponent of this affidavit, being aware of the order dated 24.04.2024 passed by the High Court Division in the above Criminal Appeal which was received on 05.05.2024 and acquainted with the facts stated in the order regarding*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		released of the appellant Md. Nazmul Hasan and as such I am competent to swear this affidavit. *2. That it is stated that the deponent is the Senior Jail Superintendent (in-charge) of Dhaka Central Jail, Keranigonj and he is performing his function properly with satisfaction of the authority concerned.* *3. That the Dhaka Central Jail authority with concerned officers received the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan through warrant of sentence on 09.08.2023, who was produced by the court's police on the basis of conviction and sentence of 7 (seven) years passed in Metropolitan Session Case No. 7461 of 2021. The warrant of sentence was signed by learned Additional Metropolitan Sessions Judge, 8th Court, Dhaka. At the time of receiving the convict appellant, he was asked to say his name, father name and address and in reply his name, father's name was found correct and true with warrant of sentence stated therein as per section 498 of Jail Code. After completion all formalities the convict appellant was sent in jail. Thereafter his photo was taken and his height, body colour, weight and several spot on his body were recorded in the concerned registrar in order to avoid wrong release. During staying in jail the convict appellant namely Md. Nazmul Hasan was tested wherein he disclosed his his name, father's name and address stated in the warrant of sentence and he bears prisoner No. 7719/A.* *4. That on 10.08.2023 a vokalatnama in the name of convict Md. Nazmul Hasan was received by Jail Office and accordingly he was called in to execute the vokalatnama, at that time on interrogation he admitted his name and address given the vokalatnama and he duly executed the same and accordingly the vokalatnama was attested by Mr. Syed Hasan Ali, Deputy Jailor.* *5. That subsequently the Dhaka Central Jail office on 20.08.2023 received the bail order of the High Court Division passed in Criminal Appeal No. 7737 of 2023 and released order dated 09.08.2023 issued by Additional Metropolitan Sessions Judge (in-charge), 8th Court, Dhaka and on perusal of the bail order and released order with the concerned record of the Jail Office by Deputy Jailor and Jail Super and then the convict appellant namely md. Nazmul Hasan was released on bail, but*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		no one informed the Jail Authority by any way that the released person is not the convict appellant of the case, as such this deponent committed no illegality, irregularity as per jail code. *6. That the statements made are above are true to my knowledge and believe.* *Prepared in my Office* ***AFFIDAVIT OF COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 24.04.2024 ON BEHALF OF MUHAMMAD MURSHED ALAM, ADDITIONAL METROPLOLITAN SESSIONS JUDGE, 6TH COURT, DHAKA:*** *I, Muhammad Murshed Alam, son of Muhammad Torab Ali and Mosammat Jahanara Begum of 51/1/A/1, North Mugda, Dhaka-1214 and House No. 1, Road No. 34, Section- 6 Ta, Mirpur-1216, Pallabi, Dhaka North City Corporation, Dhaka, aged about- 41 years, by Profession - Judge of the Subordinate Courts, by Faith-Muslim, by Nationality- Bangladeshi by birth having National ID No. 1941533497, do hereby solemnly affirm and say as follows:* *1. That I am an Additional Metropolitan Sessions Judge, Dhaka and presiding the Additional Metropolitan Sessions Judge, 6th Court, Dhaka.* *2. That I received the order dated 24.04.2024 passed by this Hon'ble Court in Criminal Appeal No. 7737 of 2023 on 05.05.2024 whereby this Hon'ble Court directed me to submit a written statement as to the process of ascertaining the identity of convict-appellant Nazmul Hasan at the time of the hearing of the petition of his surrender by swearing an affidavit within next 7(seven) working days of the order.* *3. That on 09.08.2023 I was in the charge of the Additional Metropolitan Sessions Judge, 8th Court, Dhaka in addition to my own Court. On that date, Md. Nazmul Hasan convicted in Metro. Sessions Case No. 7461 of 2021 arising out of Uttara West Police Station Case No. 04(08)2020 surrendered to the Additional Metropolitan Sessions Judge, 8th Court, Dhaka and filed a petition of bail through his learned Advocate Mr. Md. Ariful Islam (Member No. 22197). The learned Assistant Public Prosecutor has seen the petition with objection on 09.08.2023.* *4. That at the time of the hearing of the petition of surrender of convict-appellant Md. Nazmul Hasan the learned Advocate Mr.*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Md. Ariful Islam (Member No. 22197) produced him (convict-appellant Md. Nazmul Hasan) in the dock of the Court and identified him as Md. Nazmul Hasan. The learned Assistant Public Prosecutor did not raise any objection as to the identity of said Md. Nazmul Hasan. I asked the convict-appellant present in the dock his name and address and he disclosed the same name and address as are mentioned in the case record and he claimed himself as the convicted person Md. Nazmul Hasan. Thus, I ascertained the identity of the convict-appellant Md. Nazmul Hasan. *5. That the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.* *Prepared in my Office* **অতঃপর বিগত ইংরেজী ১২.০৫.২০২৪ তারিখে মোঃ নাজমুল হাসান পিতা-আবুল হাসেম কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১২.০৫.২০২৪ তারিখে সম্পাদিত হলফনামা দাখিল করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উক্ত হলফনামাটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** ***AFFIDAVIT OF FACTS ON BEHALF OF MD. NAZMUL HASAN, SON OF ABUL HASEM*** *I, Md. Nazmul Hasan, son of Md. Abul Hasem and late Taslima Begum, of Village- Nayanagar, Nalbhog, Post Office- Nishatnagar-1711, Turag, Dhaka, at Present- House No. 01-02, Road No. 25, Sector-07, Police Station –Uttara Paschim DMP, Dhaka, National ID No. 5525596168; aged about 34 years; by faith- Muslim; by occupation-Business; by nationality- Bangladeshi by birth; do hereby solemnly affirm and say as follows:-* *1. That I am well acquainted with the facts and circumstances involved in this instant case so far as I am personally involved and to the extent to which I am personally concerned and as such I am competent to swear this affidavit.* *2. That the deponent has gone through the Order dated 24.04.2024 passed by this Hon'ble Court in the instant appeal and received the same on 05.05.2024; that the deponent swears this affidavit of facts explaining his personal knowledge of facts involved in this case and craves kind leave of the Hon'ble Court just to clarify his position with the instant matter before this Hon'ble Court.* *3. That it is most respectfully stated that the deponent had no knowledge of the allegatins brought in the said news reports.*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		The deponent on 05.05.2024 received the order dated 24.04.2024 passed by this Hon'ble Court and has prepared a written statement explaining his position and personal knowledge of the facts involved in this case. The contents of the written statement are reproduced below: *'মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মহামান্য বিচারপতি আশরাফুল কামাল এর বিগত ২৩.০৪.২০২৪ ইং তারিখের আদেশ অনুযায়ী আমার লিখিত বক্তব্য আমি মোঃ নাজমুল হাসান, পিতা- মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হাসিম স্থায়ী ঠিকানা- নয়ানগর, ডাকঘর- নিশাত নগর, থানা- তুরাগ, জেলা- ঢাকা। বর্তমান ঠিকানা- বাসা-০১,০২, রোড-২৫, সেক্টর-০৭ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।* *আমি সহ আমার পরিবার সকল সদস্য আওয়ামী পরিবারের সদস্য। আমার পিতা মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাসিম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তুরাগ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বছর ২০১৮ সাল পর্যন্ত একাধারে সাবেক হরিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের শুনামের সহিত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন যা বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নং ওয়ার্ড। আমি নিজেও ছাত্রলীগ করে বর্তমানে যুবলীগের একজন রাজনৈতিক কর্মী।* *দায়রা ৭৪৬১/২১ বা পশ্চিম থানার ০৪(০৮) ২০২০ মামলাটি যখন দায়ের হয় তখন আমি আমার পরিবার আসামির নিয়ে ঢাকার বাইরে ছিলাম ১ সপ্তাহ পর ঢাকায় পৌঁছে বাড়ির দারোয়ানের নিকট থেকে জানতে পারি যে নিচ তলায় ভাড়াটিয়া মিজানুর রহমানের অফিস কক্ষ থেকে মাদক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা এসে কিছু মাদক উদ্ধার করেন। মিজানুর রহমান ও অত্র মামলার ১নং আনোয়ার হোসেন ব্যবসায়ী পার্টনার বলে তারা দুজনেই এই কক্ষ ব্যবহার করতেন আমার নিকট হতে ভাড়া নিয়ে। উক্ত ঘটনার প্রায় এক থেকে দেড় মাস পরে আমি জানতে পারি উত্তরা পশ্চিম থানায় আমার বিরুদ্ধে একটি মাদকের মামলা হয়। পরবর্তীতে আমি বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন পূর্বক জামিনের আবেদন করিলে বিজ্ঞ আদালত আমাকে জামিন প্রদান করেন।* *উক্ত মামলাটি মহানগর ৮ম অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত ঢাকাতে বিচারের জন্য প্রেরণ করেন। বিচারিক আদালতে মামলাটি বদলির বিষয়ে আমি পরে জানতে পারি। আমার অনুপস্থিতিতে চার্জ গঠন হয়। পরবর্তীতে আমি বিগত ০২.০৩.২০২২ইং তারিখে বিজ্ঞ আদালত হইতে জামিনের আবেদন করিলে বিজ্ঞ আদালত আমাকে জামিন প্রদান করেন। গত ১৫.০২.২০২৪ইং তারিখে আমি মালদ্বীপ থাকাঅবস্থায় যমুনা টিভির এক সাংবাদিক হোয়াটসঅ্যাপ যোগে আমার সাজার বিষয় আমাকে প্রথম জানান এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় সত্য মিথ্যাবলে এড়িয়ে যাই কারন তখন আমি*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ বিষয় কিছুই জানতামনা। তাৎক্ষনিক আমি আমার আইনজীবীর কাছে হোয়াটসঅ্যাপ যোগে এবিষয় জানতে চাইলে সে আমাকে জানায় মামলায় ছোট একটু সমস্যা হয়েছে মামলাটা শেষ হতে আর কিছুদিন সময় লাগবে কিন্তু সেসব সমাধান করেছে আমার চিন্তার কোন কারন নাই, বলে তথ্য গোপন করে যায় আমিও তাকে বিশ্বাস করি, তিনি এওবলেন আপনি বাড়ির মালিক ভাড়াটিয়ার কাছে পাওয়া মাদকের জন্য আপনি কেন সাজা পাবেন? আমি একথায় আশ্বস্ত হই। *পরবর্তীতে আমি ০৫.০৫.২০২৪ইং তারিখে হাইকোর্ট হতে আমার ঠিকানায় আগত কাগজের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারি যে মামলায় নিম্ন আদালতে সাজা হয়েছে। আমাকে অত্র মামলায় বিগত ০৪.০৭.২৩ ইং তারিখে আমাকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আমি নথি পর্যালোচনা করে জানতে পারলাম অত্র মামলাটি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে ১৪টি তারিখ ধার্য ছিল, মাত্র ৫টি তারিখে হাজির ছিলাম। আমার পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী রাষ্ট্র পক্ষের চারজন সাক্ষীকে যথাযথ ভাবে জেরা করা হয় নাই, সাক্ষী গুলো আমার পক্ষের সাক্ষী থাকা সত্বেও সাক্ষীগুলো আদালতে হাজির করে সাক্ষী নেওয়া হয় নাঈ মামলার কবে সাক্ষী সমাপ্ত হলো এবং কবে ৩৪২ ধারায় আসামীর পরীক্ষা হল তাও আমি জানতে পারি নাই। আমাকে এই মামলা থেকে খালাস করানোর জন্য আমার নিম্ন আদালতের আইনজীবী আমার নিকট হতে যথার্থ ফিস নেন কিন্তু দুঃখজনক অত্র মামলায় রায়ের তারিখ ও রায় এর বিষয়ে আমি কিছুই জানতে পারি নাই।* *অথচ আমার স্থলে মিরাজুল নামক এক ব্যক্তি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পন করেছে। এবং আমার নামের স্বাক্ষর দিয়ে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করা হয়েছে। অত্র মামলায় যে ব্যক্তি নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পন করেছে তাকে আমি চিনি না, বা সে আমার পরিচিত না।* *হাইকোর্টে আপিলের ওকালতনামায় আমার স্বাক্ষর নাই। বিগত ০৯.০৮.২০২৩ ইং তারিখে নিম্ন আদালতের আত্মসমর্পন দরখাস্তে এবং আত্মসমর্পনের সময় ওকালতনামা বদল হয় তাতেও আমার স্বাক্ষর নাই।* *Copy of the written statement is annexed herewith as Annexure-"X-1"* *4. That the deponent is in no way involved in the aforesaid allegations brought against him and he is not connected with the alleged incidence. He has no intention to disregard the court or court proceedings. The deponent did not file this instant appeal and he did not sign in the vokalatnama of the instant criminal appeal as he had no knowledge of the said judgment and order of conviction and sentence passed against*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		him. He was present during trial of the said case but ultimately he was not properly informed/advised by his learned Advocate regarding next steps of the case and as such he had no knowledge of the subsequent development of the case. That after being aware of the present facts and circumstance, the present deponent consulted with his learned Advocate and he also advised the deponent to surrender before the trial court but after consulting with the Learned Senior Advocate, it was thought advisable to the deponent to appear in the present case before this Hon'ble Court explaining his position and to avoid further legal complications in the matter. *5. That it is submitted that in the aforesaid facts and circumstances the deponent seeks unqualified apology from this Hon'ble Court, because of any unintentional and bonafide conduct which may have happened due to bonafide ignorance or negligence from his part. That the deponent places himself under the mercy of this Hon'ble Court.* *6. That the statements made in aforesaid paragraphs are true to the best of my knowledge and belief.* সংশ্লিষ্ট সকল হলফনামাসমুহ পর্যালোচনা করলাম। বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ, বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এস,এম শাহজাহান, বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট এম. সাঈদ আহমেদ এবং বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ এর বক্তব্য শ্রবণ করলাম। ***সাজাপ্রাপ্ত মোঃ নাজমুল হাসান কর্তৃক দাখিলকৃত হলফনামায় মোঃ নাজমুল হাসান পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, তার পক্ষে মিরাজুল নামে এক ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জেল হাজতে যায় এবং উক্ত মিরাজুল জেল হাজত থেকে অত্র আপীল দায়ের করেছেন।*** ***অর্থাৎ অত্র আপীলটি সাজাপ্রাপ্ত মোঃ নাজমুল হাসান নিজে দাখিল করেন নাই। মোঃ নাজমুল হাসান জনৈক মিরাজুল কে টাকার বিনিময়ে তার পক্ষে এবং তার নামে বিচারিক আদালতে প্রতারনা ও জাল জালিয়াতিমূলকভাবে আত্মসমর্পন করিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন। অত:পর উক্ত মিরাজুলকে দিয়ে কারাগার থেকে তার নামে***

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র প্রতারণামূলক আপীলটি দাখিল করেছেন মর্মে প্রমাণিত। ***মোঃ নাজমুল হাসান তার এহেন প্রতারনামূলক কার্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের পুলিশ বিভাগ, কারাগার ব্যবস্থাপনা, আইনজীবী সমাজ এবং বিচার বিভাগ এর ভঙ্গুর অবস্থাকে, দৈন্যতাকে দিনের আলোর মত ফুটিয়ে তুলেছেন। জাতি হিসেবে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। সংশ্লিষ্ট সকলে এতদ্‌বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করলে ন্যায়পরায়ন সমাজ গঠন সম্ভব হবে না।*** যেহেতু অত্র আপীলটি মোঃ নাজমুল হাসান, পিতা মোঃ আবুল হাসেম কর্তৃক দাখিল না হয়ে অন্য ব্যক্তির দ্বারা দাখিল হয়েছে সেহেতু অত্র ফৌজদারী আপীলটি প্রতারনা ও জাল জালিয়াতিমূলকভাবে দাখিলকৃত একটি আপীল বিধায় খারিজযোগ্য। অতএব আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি একটি প্রতারণামূলক আপীল মর্মে নিম্ন লিখিত নির্দেশনা প্রদান করত: খারিজ করা হলো। অধস্তন আদালতের নথির একটি অবিকল ফটোকপি সুপারিনটেনডেন্ট দ্বারা সত্যায়িত করে অত্র নথির সাথে রেখে মূল নথি বিচারিক আদালতে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। **<u>নির্দেশনা নং ১</u>** অত্র হাইকোর্ট বিভাগের সাথে প্রতারনা করার জন্য দন্ডবিধির ৪১৯ এবং ১০৯ ধারায় মোঃ নাজমুল হাসান, পিতা-মোঃ আবুল হাসেম, মাতা-তাসলিমা বেগম, গ্রাম-নয়ননগর, নালভোগ, পোঃ নিশাতনগর, ১৭১১, তুরাগ, ঢাকা। বর্তমান-বাড়ী নং ০১-০২, রোড-২৫, সেক্টর-৭, থানা-উত্তরা পশ্চিম,ডিএমপি, ঢাকা, জাতীয় পরিচয় পত্র নং ৫৫২৫৫৯৬১৬৮, মোঃ ফরিদ হোসেন, পিতা-মোঃ কুদ্দুস আলী, মাতা-পরিবান, ঠিকানা-হাউজ-৯৮, সাং-নালভোগ, পোঃ নিশাতনগর, ১৭১১, থানা-তুরাগ, জেলা-ঢাকা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৭১৭৫৬২২৩৪ এবং মিরাজুল, পিতা-অজ্ঞাত, ঠিকানা-অজ্ঞাত বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করার জন্য বিজ্ঞ রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। **<u>নির্দেশনা নং ২</u>** পিবিআই প্রধানকে অত্র প্রতারণার বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করা হলো। একজন পুলিশ সুপারের নিচে নহে এমন একজন কর্মকর্তা দিয়ে গুরুত্বের সাথে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অত্র মোকদ্দমার তদন্ত করার জন্য পিবিআই প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। তদন্তে তদন্তকারী কর্মকর্তা গুরুত্ব সহকারে যেসব বিষয় দেখবেন তার মধ্যে অন্যতম হলো (১) এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের কতটুকু সংশ্লিষ্টতা আছে তা খতিয়ে দেখা। যদি আইনজীবীদের সংশ্লিষ্টতা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থাকে তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (২) মিরাজুল জেলখানার হাসপাতালে ভিআইপি কেবিনে কিভাবে ছিলেন সে বিষয়ে তদন্ত করবেন। (৩) জেলখানার ডাক্তার কিভাবে এই ব্যক্তিকে হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে রাখলেন সে বিষয়ে তদন্ত করবেন। (৪) কারাগারের কোন কোন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এর সাথে জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত করবেন। (৫) সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিভাবে এই আসামীকে ভিআইপি কেবিনে ভর্তি করলেন এতদ্‌বিষয়ে তদন্ত করবেন। **বাংলাদেশের সকল বিচারকদের নির্দেশনা** এখন থেকে বাংলাদেশের সকল অধস্তন আদালতে আসামী উপস্থাপন করা হলে আসামীর পরিচয় পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গ্রহনপূর্বক আত্মসমর্পণ এবং গ্রেফতারে উপস্থাপিত আসামীদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে প্রত্যেকটি আত্মসমর্পণকৃত এবং গ্রেফতারকৃত আসামীদের identity তথা পরিচয় নিশ্চিত করবেন। প্রত্যেকটি আত্মসমর্পণের দরখাস্তের সহিত ভোটার আইডি/পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধন বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক সত্যায়িত করে আত্মসমর্পণের দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত করবেন। বিজ্ঞ বিচারক আত্মসমর্পণের দরখাস্তে এতদ্‌বিষয়ে বর্ণনা আছে কিনা সেটি যাচাই করবেন এবং প্রত্যায়িত আইডিতে স্বাক্ষর করে এবং এই সাক্ষরিত কপিটি জেলখানায় প্রেরণ করবেন। **বাংলাদেশের সকল আইনজীবীদের প্রতি নির্দেশনাঃ** যেকোন আসামী আদালতে আত্মসমর্পণ এর নিমিত্তে উপস্থিত হলে প্রথমেই তিনি উক্ত আসামীর পরিচয় নির্ধারণ করবেন এবং তিনি কি প্রক্রিয়ায় উক্ত আসামীর পরিচয় নির্ধারণ করেছেন তথমর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন। আইনজীবীগণ আসামীদের আত্মসমর্পনের দরখাস্তের প্রথমেই কিভাবে এবং কি প্রক্রিয়ায় তিনি আসামীকে সনাক্ত করেছেন তার বর্ণনা প্রদান করবেন। প্রত্যেকটি আত্মসমর্পণের দরখাস্তের সহিত ভোটার আইডি/পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধন বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক সত্যায়িত করে আত্মসমর্পণের দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত করবেন। **বাংলাদেশের সকল পুলিশদের প্রতি নির্দেশনাঃ** আসামীকে গ্রেফতারের সময় আসামীর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে আসামীর ভোটার আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধন অথবা পাসপোর্টের ফটোকপিসহ আসামীকে গ্রেফতার করবেন। যদি কোন কারণে সেটি সম্ভব না হয় তাহলে তার কারণ লিপিবদ্ধ করে একটি লিখিত প্রতিবেদনসহ আসামীকে আদালতে উপস্থাপন করবেন এবং যতদ্রুত সম্ভব উহা সংগ্রহ করে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে উপস্থাপন করবেন। **বাংলাদেশের সকল জেলখানার প্রতি নির্দেশনাঃ**- প্রত্যেক আসামীকে গ্রহণের সময় আসামীর ভোটার আইডি/পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধনসহ সংশ্লিষ্ট মামলায় বর্ণিত ব্যক্তি এবং কারাগারে উপস্থাপিত ব্যক্তি একই ব্যক্তি কিনা এতদবিষয়ে যাচাই বাছাই করে সকল আঙ্গুলের ছাপ এবং ছবি বাধ্যতামুলকভাবে তুলে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতিসহ বাংলাদেশের সকল আইনজীবী সমিতিতে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের সকল কারাগারের জেল সুপারের নিকট ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি স্বরাষ্ট্র সচিব বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ----------